# কোনো
# লেনিনবাদী পার্টি
# কমিউনিস্ট পার্টি নয়

শাহ্ আলম

**প্রকাশনায়:**

**ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম**
**বাজার জগতপুর, পোষ্ট কোড-৩৫৬২**
**চাঁদপুর, বাংলাদেশ।**

Web-site: www.icwfreedom.org
e-mail: icwfreedom@gmail.com>
.
On line group:
https://www.facebook.com/groups/whatandwhy2/https://www.facebook.com/groups/What.Why/
https://www.facebook.com/groups/COMMUNIST.REVOLUTION.UNIVERSAL/
https://www.facebook.com/groups/forcommunism/
https://www.facebook.com/groups/COMMUNIST.PARTY.GLOBAL/
Page: https://www.facebook.com/www.icwfreedom.org
Mob: (880) +01715345006.

**প্রকাশ কাল: মার্চ-২০১৬।**

**মুদ্রণে- দি চিত্রা প্রিন্টার্স**
**২০, নীলক্ষেত,ঢাকা-১২০৫।**

**বিনিময়: ৬০ টাকা।**

# বাংলা ভাষ্যের ভূমিকা

লেনিন কমিউনিস্ট ছিলেন না, এবং লেনিনবাদী পার্টিও কমিউনিস্ট পার্টি নয়। তবু, গোধের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো শ্রমিক শ্রেণীর মাথার উপর কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে জাকিয়ে বসে আছে লেনিন ও লেনিনবাদী পার্টিগুলো। কার্যত, ১৮৯৬ সাল হতে কমিউনিস্ট আন্দোলনও অনুপোস্থিত। অথচ, একটি কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া পুঁজিতন্ত্রের অবসানে কমিউনিজমের জন্য একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের নিমিত্তে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব নয়।মার্কস-এ্যাংগেলস যথার্থভাবে এমনটাই সূত্রায়ন করেছিলন । দীর্ঘ অনুসন্ধানী প্রক্রিয়ায় ২০০৯ সালে উপরোল্লেখিত রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর হতে আমরা এতদ্বিষয়ে কয়েকটি বই-পত্র রচনা ও প্রকাশ করেছি। ইংরেজী ভাষায় রচিত " নো লেনিনিস্ট পার্টি ইজ কমিউনিস্ট পার্টি," ২০১৪ সালের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয়। উল্লেখিত বইয়ে লেনিনবাদী পার্টিগুলো কেন কমিউনিস্ট পার্টি নয় এবং প্রকৃতই,কমিউনিস্ট পার্টি কি ও কেন, তা ৪১ টি পয়েন্টে বিবৃত হয়েছে।

অতীতের শ্রেণী বিভক্ত সমাজগুলো স্থায়ী হয়নি, টিকে থাকেনি। শ্রেণী বিভক্ত পুঁজিতন্ত্রী সমাজও স্থায়ী হওয়ার বা টিকে থাকার কারণ নাই। কিন্তু, ঝেঁটিয়ে বিদায় করা বৈ পুঁজিতন্ত্র আপনা-আপনি বিলীন হবে না। তবে, একথা সত্যি যে, সামাজিক মালিকানার সমাজতন্ত্রের সকল শর্ত ও ভিত্তি নিত্যই তৈরী করছে পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণী কেবলই পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে। তাই, পুঁজির টিকে থাকার শর্তে সংঘটিত পুনঃপুন মন্দায় পুঁজিতন্ত্র এখন মরণাপন্ন অবস্থায় উপনীত হলেও এখনো টিকে আছে। কারণ, পুঁজিতন্ত্রকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার জন্য দুনিয়ার শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ নয়। এমনকি, তদ্বিষয়ে দুনিয়ার শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধতার বোধও শ্রমিকদের মধ্যে কার্যত অনুপোস্থিত। কাজেই, মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ, শাসন,পীড়ন এবং যাবতীয় দুর্দশা, দুর্ভোগ, দুশ্চিন্তা,অনিশ্চয়তার সমাজ- পুঁজিতন্ত্রকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একতাবদ্ধকরণে কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠন করার মাধ্যমে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা এক ঐতিহাসিক আবশ্যকতা।সেই একই লক্ষ্যে আমাদের যাবতীয় প্রয়াশ।

বাংলা ভাষা ভাষীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয় এবং বাংলা ভাষী বহুজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সারা দুনিয়ায়। এদের মধ্যে শ্রম শক্তি বিক্রেতা- মজুরি দাসের সংখ্যাও কম নয়। তাই, ইংরেজীতে রচিত ও প্রকাশিত এই বইটির একটা

বাংলা ভষ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকি। হোক না নিজের লেখা তবু, ভাষান্তর তথা অনুবাদ করা যে খুবই কঠিন কাজ সে বিষয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি আগেই। তবু, বইটির একটি বাংলা সংস্করণ আবশ্যক বিবেচনায় " কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পাটি নয়" প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম এর বন্ধুগণ। বাংলা আমার প্রথম ভাষা হলেও এ ভাষাতে যেমন আমি বিজ্ঞ নই, তেমনি ঠেকায় পড়ে ইংরেজিতে লিখলেও ইংরেজীতে আমাকে কাঁচা বললেও বেঠিক হবে না। তাইতো, লেখন রীতি ও অনুবাদ একদম ঠিক-ঠাক হয়েছে এমন বিবেচনা না করে বরং বিষয়বস্তুর প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দিয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্বার্থে আমাদের ভুল-ত্রুটি চিহ্নিতকরণে আবশ্যকীয় সহযোগিতা বন্ধুরা করবেন, এমনটা আশা করতেই পারি।

শাহ্ আলম

ঢাকা, ১০ মার্চ, ২০১৬।

# ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকা

রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে তাদের ঘোষিত শ্রেণী শত্রু হত্যা করা সমেত বিভিন্ন রণকৌশল নিয়ে অনেকগুলো লেনিনবাদী পার্টি দুনিয়ায় কাজ করছে কিন্তু তাদের দাবী অনুযায়ী তারা সকলেই কমিউনিস্ট পার্টি। লেনিনের নেতৃত্বে একটি পরিকল্পিত সামরিক ক্যু-১৯১৭, দ্বারা রাশিয়ার রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার পর বলশেভিক পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে ইহার নাম পরিবর্তন করে।

অতঃপর, এটি একটি বিশ্বাস যে লেনিনবাদী পার্টিগুলো হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। এখনো, লেনিনের প্রতি সরল বিশ্বাসে অনেক কর্মী এসব পার্টিগুলোকে কমিউনিস্ট পাটি বিবেচনা করে এদের সাথে কাজ করছে, যদিও তারা তাদের সংশ্লিষ্ট পার্টিগুলোর মোড়লদের প্রতি অসন্তুষ্ঠি হতে মুক্ত নয়। এখনো, শ্রমিক শ্রেণীর একটি অংশ এসব পার্টিগুলোর প্রভাবাধীন।

নিঃসন্দেহে, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লব, যা কেবলমাত্র একাকী শ্রমিক শ্রেণীর কর্ম দ্বারা পুঁজিতন্ত্র তিরোহীত হবে। অতঃপর, ব্যক্তিমালিকানার তিরোধানের মাধ্যমে উৎপাদন উপায়সমূহের সাধারণ মালিকানা দ্বারা একটি শোষণ মুক্ত সমাজ-কমিউনিজম দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য প্রথম শর্ত দুনিয়ার শ্রমিকদের ঐক্য। কিন্তু, এটি একাকী কোনো দেশে সম্ভব নয়, কারণ, পুঁজিতন্ত্র একটি বৈশ্বিক পদ্ধতি।

অতঃপর, একটি শ্রেণীহীন সমাজ- কমিউনিস্ট সমাজ দ্বারা সমগ্র মানব জাতিকে মানুষ কর্তৃক মানুষের সকল ধরণের নিপীড়ন হতে মুক্ত করতে রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি সমেত সকল হাতিয়ারাদি ও অস্ত্রপাতি সমেত শ্রেণী শাসন ও শ্রেণী বিনাশে পণ্যের উৎপাদন সমাপ্তি দ্বারা পুঁজি অদৃশ্যায়নের মাধ্যমে কেনা-বেচার পদ্ধতির সমাপ্তি সাধনের মাধ্যমে মজুরি দাসত্বের অবসান ঘটাতে ইহার বিরুদ্ধে লড়াই করতে দুনিয়ার শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধকরণে শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি হচ্ছে অপরিহারযোগ্য শর্ত।

তাই, সেই একই লক্ষ্যে শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

সুতরাং, কমিউনিস্ট নীতিমালা সহ একটি বৈজ্ঞানিক সমাজের জন্য কাজ করতে একটি বৈজ্ঞানিক পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি, তদানুযায়ী, মতাদর্শ সমেত সকল ধরণের অবৈজ্ঞানিক বিষয়াদি বিবেচনা, গ্রাহ্য ও অনুশীলণ করা হতে একটি কমিউনিস্ট পার্টি মুক্ত।

কমিউনিজমের বিজ্ঞান আবিস্কার করেছেন মার্কস, তাই, পার্টির ক্রিয়া-কলাপের গতি নির্ধারণে কমিউনিজমের বিজ্ঞান বিবেচনা, গ্রাহ্য ও ইহা অনুশীলণের পক্ষে হচ্ছে একটি কমিউনিস্ট পাটি।

নিশ্চয়ই, একটি কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্টদের পার্টি, তাই, কমিউনিস্ট পার্টিতে সকলেই সমান এবং বন্ধু।

কিন্তু, লেনিনবাদী পার্টিগুলো? না, কোনো লেনিনবাদী পার্টি সমানদের পার্টি নয়।

শ্রমিক শ্রেণী ও প্রতিদ্বন্দ্বিকে শাসন ও পীড়ন করতে মোড়লদের পরম ও চরম একনায়ত্ব নিশ্চিতকরণে একটি বৈষম্যমূলক ও অগণতান্ত্রিক সাংগঠনিক নীতি- ' গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা'সহ জাতি ও দেশ দ্বারা দুনিয়ার শ্রমিকদের ভাগ ও বিভ্রান্তিকরণের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের জন্য পুঁজি পুঞ্জিভূবনে পণ্য উৎপাদন দ্বারা মজুরি দাসদের শোষণের মাধ্যমে ভুয়া জাতীয় অর্থনীতি বিকাশে তথাকথিত জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার, রাষ্ট্রের দাবীকৃত গণতান্ত্রিকায়ন এবং রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের রাজনীতি সহ উৎপাদন উপায়াদির রাষ্ট্রীয় মালিকানা দ্বারা শ্রম বাজার চরমভাবে নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে লেনিনবাদের জন্য নেতা ও অনুসারী অথবা, কর্মী ও মোড়ল সমেত বহুশ্রেণীর পার্টি হচ্ছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয় এবং লেনিনবাদী রাজনীতি প্রয়োগ করে একটি রাষ্ট্রীয় পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তবে উহাকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র দাবী করে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করার মাধ্যমে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্রকে সংরক্ষায় কখনো কমিউনিস্ট নয় তবে ছিল বটে লেনিন পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবক।

অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রের একটি অনিরাময়যোগ্য ব্যাধি- পুনঃপুন মন্দার দুর্ভোগ দ্বারা সংঘঠিত সকল বিপদ সমেত একটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী সহ মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্র এখনো টিকে আছে। যদিচ, মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রকে সংরক্ষায় কতিপয় সিন্ডিকেট কর্তৃক বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মন্দাকে পরিহারকরণে আই এম এফ সমেত বেশ কিছু বৈশ্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে অক্ষম পুঁজিপতি শ্রেণী, কিন্তু ব্যর্থ।

তাই,অতি মজুতের চাপ ও ভারী বোঝা দ্বারা সামগ্রীকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী উন্মত্ততায় ভোগছে।তদানুযায়ী, খুবই বৃদ্ধ পুঁজিতন্ত্রের নিয়মিত বিষয় হচ্ছে সেক্সিজম, জাতীয়তাবাদ, নৃতাত্ত্বিকতা, বর্ণবাদ, ধর্ম ইত্যাদি আজে-বাজে বিষয়াদি সমেত অধিক হতে অধিকতর ফ্যাসিস্ট ও মৌলবাদী রাজনীতির চর্চা অথবা, রাজনীতির সামরিকীকরণ, বা শ্রমিক শ্রেণীর দুদর্শা ও দুর্ভোগ বৃদ্ধি, শ্রম অস্থিরতা, বেকারত্বের হার বাড়া, দেউলিয়াত্ব, দাংগা, যুদ্ধ, অথবা যুদ্ধ -যুদ্ধ পরিস্থিতি। সুতরাং, পুঁজিতন্ত্রী সম্পর্কের বিরুদ্ধে উৎপাদনের নতুন হতে নতুনতরো উপায়াদির বিদ্রোহের কারণে অত্তোসব নৈরাজ্য সহ মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্র এমন কি পুঁজিপতি শ্রেণীর বাঁচার জন্য নিরাপদ, নির্বিঘ্ন ও উপযোগী নয়।অতঃপর, মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রের টিকা ও চলমান থাকার কোনো কারণ নাই।

কিন্তু, দুনিয়ার শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ বলপূর্বক ক্রিয়া দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিনাশের মাধ্যমে পুঁজিকে অদৃশ্যকরণে পণ্য উৎপাদনের সমাপ্তি সাধনের মাধ্যমে কেনা-বেচার সমাপ্তি দ্বারা মজুরি দাসত্বের অবসানের মাধ্যমে পুঁজিপতি শ্রেণীকে অদৃশ্যায়নের দ্বারা পুঁজিতন্ত্রী সমাজকে বিলুপ্তকরণে দুনিয়ার শ্রমিকেরা ঐক্যবদ্ধ নয়।

তাই, সেই একই লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একতাবদ্ধকরণে একটি কমিউনিস্ট পার্টি কেবলমাত্র প্রয়োজনীয়ই নয় বরং অপরিহারযোগ্য শর্ত।

সুতরাং, একটি কমিউনিস্ট পার্টির উত্থান হচ্ছে এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা।
অতঃপর, লেনিন এবং লেনিনবাদী মোড়লদের কুৎসিৎ মুখ উন্মোচন করাটা এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা এবং তদানুযায়ী, কমিউনিজমের নিমিত্তে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য কাজ করতে দুনিয়ার শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করতে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে পুনর্গঠন করতে কমিউনিস্ট পার্টি দাবীদার লেনিনবাদী পার্টিগুলোর ভুয়ামি, জালিয়াতি ও প্রতারণা ফাঁস করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
সন্দেহ নাই, কোনো মতাদর্শ বা কোনো পুঁজিতন্ত্রী পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর জন্য সহায়ক নয় বরং অমন সকল আজে-বাজে ও জঞ্জাল শ্রমিক শ্রেণীর জন্য বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর। কিন্তু, শ্রমিক শ্রেণীর জন্য প্রথাগত সকল মতাদর্শের মধ্যে লেনিনবাদ হচ্ছে সর্বাধিক বিপজ্জনক এবং লেনিনবাদী পার্টি হচ্ছে সবচাইতে ক্ষতিকর।
তাই, শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে লেনিন, লেনিনবাদী মোড়ল ও লেনিনবাদী পার্টিগুলোর অপরাধ ও অপকর্ম প্রকাশ করাটা আবশ্যক।
সুতরাং, প্রতিক্রিয়াশীল লেনিনবাদী পার্টিগুলো ও বিষাক্ত লেনিনবাদ পরিত্যাগ ও পরিত্যাক্তরণের মাধ্যমে কমিউনিজমের বিজ্ঞানের দূষণ -লেনিনবাদের বিপজ্জনক প্রভাব ও স্বয়ং-ঘাতি মোহ হতে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীকে মুক্তকরণে কাজ করতে লেনিন ও লেনিনবাদী পার্টির প্রতি সকল আগড়ম-বাগড়ম প্রথাগত আস্থা ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করতে ঘটনাভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে চিহ্নিত ও শনাক্ত করা এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা যে লেনিনবাদী পার্টিগুলো কমিউনিস্ট নয় বরং প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিতন্ত্রী পার্টি।
এই বই প্রকাশের মাধ্যমে সেই একই লক্ষ্যে কাজ করতে আমাদের প্রচেষ্টা।
কমিউনিজমের বিজ্ঞানের ভিত্তিতে এই বইয়ের মানোন্নয়নে ব্যাকরণগত সহ আমাদের ভুল বা ভ্রান্তি স্থির ও শনাক্তকরণে পুঁজিতন্ত্র বিরোধীদের যেকোনো সহযোগীতা সাদরে আমন্ত্রিত।
কিন্তু, কোনো লেনিনবাদী ভাষ্য স্বাগত ও বিবেচনার যোগ্য নয়।
শাহ্ আলম
ঢাকা, ১৮ আগষ্ট, ২০১৪।

# কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়

লেনিনবাদী ক্যাম্পে বহু লেনিনবাদী পার্টি ও গ্রুপ আছে। কিন্তু, তাদের সকলের দাবী অনুযায়ী তারা সকল লেনিনবাদী পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

কিন্তু, তা কি সত্যি? না।

কারণ, বহুবিদ। লেনিনবাদী পার্টিগুলোর অমত ভুয়া দাবীর ভুয়ামি প্রমাণ করতে বহু কারণের মধ্যেকার কতিপয় কারণ নীচে উল্লেখ করা হলো। তবে, লেনিনবাদী পার্টিগুলো যে আদতেই কমিউনিস্ট পার্টি নয় তা প্রমাণ করতে নিম্নে বর্ণিত প্রত্যেকটি কারণই স্বতন্ত্রভাবে বা এককভাবে যথেষ্ঠ।

( ১ )

কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারের বিবরণ অনুযায়ী, শ্রমিকদের মুক্তির প্রথম শর্ত হচ্ছে দুনিয়ার শ্রমিকদের ঐক্য, এবং প্রথম শর্তগুলোর একটি হচ্ছে কমপক্ষে নেতৃস্থানীয় সভ্যদেশগুলির সম্মিলিত ক্রিয়া।

অতঃপর, উরোল্লেখিত শর্তাদির বাস্তবায়নে শ্রমিক শ্রেণীর একটি বৈশ্বিক পার্টি হচ্ছে বিকল্পহীন শর্ত। কাজেই, তদানুরূপ ক্রিয়াদি অর্থাৎ দুনিয়ার শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধকরণ ও নেতৃস্থানীয় সভ্য দেশগুলির শ্রমিকদের সম্মিলিত ক্রিয়া সংঘটনের কার্যাদি সম্পাদনের পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। সুতরাং, কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে একটি বৈশ্বিক পার্টি।

কিন্তু, লেনিনবাদী পার্টিগুলো বৈশ্বিক পার্টি নয়। সুতরাং, বর্ণিত ক্রিয়াদি সম্পাদনের সুযোগ নাই কোনো লেনিনবাদী পার্টির।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ২ )

শ্রমিক শ্রেণী হচ্ছে একটি শ্রেণী, শ্রমিক শ্রেণীর শোষক পুঁজিপতি শ্রেণী হচ্ছে একটি শ্রেণী। শ্রমিক শ্রেণীর দুর্দশার কারণ একই এবং একটি অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রী ব্যক্তিগত সম্পত্তি। অতঃপর, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির শর্ত একটি, তদানুযায়ী, ব্যক্তিমালিকানার বিনাশ সাধন করে মজুরি ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে শ্রেণী শাসনে সমাপ্তি সাধনের মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতিকে মুক্ত করে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি অর্জনে শ্রমিক শ্রেণীর লক্ষ্য একটি। তাই, পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করার মাধ্যমে মজুরি দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করে এই ব্যবস্থার বিনাশ সাধনে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লব সংঘটনের মাধ্যমে শ্রমিকদের মুক্তি অর্জনে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধকরণের একটি সিংগেল পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। অতঃপর, অনুরূপ ক্রিয়াদি সম্পাদনে একটি শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। তাই, সমাজতন্ত্র

অর্জনে অনেক অনেক পার্টি নয়, কেবল একটি সিংগেল পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। সুতরাং, কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে সিংগেল একটি পার্টি।

কিন্তু, কথিত জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিক পুঁজিপতি সমেত ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বার্থের সেবা করতে লেনিনবাদী পার্টিগুলো হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীর সংযুক্তি। উল্লেখ্য, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে উদ্ভূত সংকীর্ণ স্বার্থে প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরোধ,সংঘর্ষ ইত্যাদিতে লিপ্ত হওয়া হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকদের গতানুগতিক ও সাধারণ চরিত্র। অতঃপর, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকদের এই রূপ সকল ধরণের হীন চরিত্র হতে মুক্ত নয় লেনিনবাদী পার্টিগুলো, তদানুযায়ী, লেনিনবাদী দলগুলির আন্তঃবিরোধ, বিভাজন কেবলমাত্র সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়, বরং প্রতিক্রিয়াশীল কৃষক সমেত ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকদের সেবা করার লেনিনবাদী রাজনীতির উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং লেনিনবাদী দলগুলোর স্বীয় ক্রিয়ার অনিবার্য পরিণতি । তাই, সাধারণভাবে , ভাগ-বিভাজন হতে মুক্ত কোনো লেনিনবাদী পার্টি নাই।

অতঃপর, একই কারণে অনেকগুলো লেনিনবাদী পাটি। কাজেই, শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য পুঁজিতন্ত্রী শোষকদের বিনাশ সাধনের লক্ষ্যে কোনো লেনিনবাদী পার্টি কাজ করছে না।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ৩ )

কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারের বিবরণ মতে সমগ্রভাবে মজুরি দাসদের যা স্বার্থ তা ছাড়া এবং পৃথক কোনো স্বার্থ কমিউনিস্টদের নাই। অতঃপর, একাকী শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করার একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। তাই, একটি কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের জন্য একটি পার্টি। সুতরাং, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে দায়িত্ব পালন করা ছাড়া একটি কমিউনিস্ট পাটির আর কোনো কাজ নাই।

কিন্তু, প্রতিক্রিয়াশীল কৃষক সমেত অধিপতি শ্রেণীর নানান ভগ্নাংশের স্বার্থ রক্ষায় আগ্রহ আছে লেনিনবাদী দলগুলোর। অতঃপর, বহু শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ৪ )

যথার্থভাবে কমিউনিস্ট ইশতেহার যা বিবৃত করেছে তা এই: " যে অস্ত্রে বুর্জোয়ারা সামন্ততন্ত্রকে ধরাশায়ী করেছিল, সেটি এখন বুর্জোয়াদের নিজের বিরুদ্ধে উদ্যত।

কিন্তু, বুর্জোয়ারা কেবলমাত্র এমন অস্ত্রই গড়েনি যা তার নিজের মৃত্যু ডেকে আনে; এরা এমন মানুষেরও আবির্ভাব ঘটিয়েছে যারা সেসকল অস্ত্রগুলি ব্যবহার করবে- আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী-- প্রলেতারিয়েত।"

অতঃপর, একটি কমিউনিস্ট পার্টি কেবলমাত্র প্রয়োজনীয়ই নয় বরং পুঁজিপতি শ্রেণীর মৃত্যু নিশ্চিতিতে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধকরণে ইহা অপরিহার্য শর্ত।

তাই, অনুরূপ ক্রিয়া সাধনে একটি কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি। সুতরাং, একটি কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে একটি শ্রেণী পার্টি।
কিন্তু, একটি লেনিনবাদী পার্টি হচ্ছে কৃষক ইত্যাদি সমতে বিভিন্ন-শ্রেণীর সংযুক্তি। তাই, একটি শ্রেণীর নয় বরং বহু -শ্রেণীর পার্টি হচ্ছে লেনিনবাদী পার্টি।
সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ৫ )

সকলের জন্য অত্যাধুনিক ও আরামদায়ক জীবনের নিমিত্তে সকল ধরণের আবশ্যকীয় আধুনিক ও অত্যাধুনিক হাতিয়ারাদি ও প্রযুক্তির বিকাশ সাধন দ্বারা মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে শরীর সমেত প্রকৃতিকে জয় করতে সকল বয়স্ক চেষ্টা করবে এবং মুক্তভাবে মিলন ও ভালোবাসা সমেত যেকোনো কিছু করার স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে মজুরি দাসত্ব; বেচা-কেনা; পণ্য; পুঁজি; শোষণ; বৈরীতা; উত্তরাধিকারের অধিকার সমেত উৎপাদন উপায়ের ব্যক্তিমালিকানা; দুর্নীতি; অপরাধ; শাস্তি; হিংস্রতা; হত্যা; যুদ্ধ; মানুষে মানুষে অসমতা ও বৈষম্য; জাতীয়তা; নৃতাত্ত্বিকতা; ধর্মীয় মতবাদ; মতাদর্শ; প্রথাগত প্রথা ও সংস্কৃতি; কাল্টিজম ( গুরুবাদ); পূঁজা-অর্চনা; বীরত্ববাদ; অবৈজ্ঞানিক ও পুঁজিতন্ত্রী শিক্ষা ব্যবস্থা; যৌনবৈষম্যবাদ; শ্রেণী ও শ্রেণী শাসন; আই এম এফ, জাতিসংঘ, রাষ্ট্র ইত্যাদি সহ সকল শোষণমূলক ও পরজীবিতার সংগঠন; এবং রাজনীতি সমাপ্ত করতে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধকরণে একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।
কিন্তু, উৎপাদনের উপায়াদির রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা শ্রম বাজারের উপর একচ্ছত্র ও চরম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে পুঁজির স্বার্থে শ্রম শোষণের হার বাড়ানোর মাধ্যমে পুঁজির বহর বাড়াতে চরম ও পরম স্বৈরতন্ত্র কর্তৃক স্বশস্ত্র শক্তির বর্বর ক্রিয়াদি দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বি ও মজুরি দাসদের দমন-পীড়নের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমেত সকল অভিজাতের সেবা করণার্থে জাতিকে মুক্ত করতে যা হচ্ছে কাব্যিক, রোমাঞ্চকর এবং আবেগপূর্ণ কিন্তু শ্রমিকদেরকে প্ররোচিত ও প্রবঞ্চিতকরণে এক ভুয়া ও বাজে রাজনৈতিক প্রচারণা দ্বারা তথাকথিত জাতীয় ও স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনীতি প্রতিষ্ঠাকরণে একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক/ নয়া গণতান্ত্রিক/ জন গণতান্ত্রিক বিপ্লব দ্বারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার সংগ্রামে শ্রমিকদেরকে যুক্ত করতে লেনিনবাদী পার্টিগুলো একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের শ্রমিক, কৃষক ও তথাকথিত জাতীয়তাবাদীদেরকে ঐক্যবদ্ধকরণে কাজ করছে।
অতঃপর, মজুরি দাসত্ব; পণ্য; পুঁজি; শোষণ; দুর্নীতি; অপরাধ; শাস্তি; হিংস্রতা; হত্যা; যুদ্ধ, প্রথাগত সংস্কৃতি ও প্রথা; কাল্টিজম; পূঁজা-অর্চনা; মতাদর্শ; বৈষম্য; রাজনীতি ও রাষ্ট্র ইত্যাদির বিরুদ্ধে নয় কোনো লেনিনবাদী পার্টি। কাজেই, দুনিয়ার সকলের স্বাধীনতার জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদের মুক্তির জন্য শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে নয়, বরং পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থে পুঁজিতন্ত্রী সমাজকে সংরক্ষা ও সেবা করতে কাজ করছে লেনিনবাদী পার্টি।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ৬ )

দুনিয়ার শ্রমিকদের বল প্রয়োগকারী ক্রিয়ার মাধ্যমে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা– যা একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা তাকে আরেকটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা– কমিউনিজম দ্বারা প্রতিস্থাপনে মজুরি বিরোধী লড়াইয়ের মাধ্যমে পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে দুনিয়ার শ্রমিকদের আন্দোলনকে সমন্বিতকরণ ও উন্নতকরণে এবং উচ্চতর ধাপে উন্নীতকরণ ও গতিশীল করতে দুনিয়ার শ্রমিকদের আন্দোলনের প্রাসংগিক সংবাদ ও তথ্য সমূহ আদান–প্রদান করতে একটি কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে বৈশ্বিক পার্টি। অতঃপর, দুনিয়ার শ্রমিকদের আন্দোলনের একটি সংবাদ ও তথ্য ভান্ডার হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। তাই, দুনিয়ার শ্রমিকদের আন্দোলনসমূহের সংবাদ– মতামত এবং তথ্যাদি সংগ্রহ ও ছড়িয়ে দেওয়ার একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। সুতরাং, কমিউনিস্ট আন্দোলনের জন্য আবশ্যকীয় সকল তথ্যের উৎস হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

কিন্তু, অনুরূপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে লেনিনবাদী দলগুলো কাজ করছে না; এবং একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার সুযোগ নাই তাদের, কারণ বৈশ্বিক ভাবে নয় বরং তারা কাজ করছে হয় স্থানীয় না হয় জাতীয়ভাবে। উপরন্ত, তারা মজুরি দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করছে না বরং, কথিত একটি স্বনির্ভর জাতীয় অর্থনীতি গড়তে জাতীয় পুঁজি পুঞ্জিভবনে কথিত জাতীয়তাবাদী পুঁজিপতিকে সমর্থন ও সহযোগিতা করতে কাজ করছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো যেন তথাকথিত জাতীয় পুঁজি অপরিশোধিত শ্রম নয়, অতঃপর, পুঁজি শোষণের ফল নয় এবং তদানুযায়ী তাদের শ্রম শক্তি ক্রয় করার মাধ্যমে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পুঁজিপতিরা মজুরি দাসদের শোষক নয়।

বস্তুত, মজুরি দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করে মজুরি দাসত্বের বিনাশ সাধন করতে লেনিনবাদী পার্টিগুলো উৎসাহী নয়। তাই, দুনিয়ার শ্রমিকদের আন্দোলনের সংবাদ ও তথ্য জানাতে ও আদান–প্রদানের মতো দায়িত্ব ও করণীয় হতে মুক্ত বটে লেনিনবাদী পার্টিগুলো; এবং শ্রমিকদের বৈশ্বিক আন্দোলন বৈশ্বিকভাবে গতিশীলকরণে মজুরি দাসত্বের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আন্দোলনের মতো সংবাদ অবহিতকরণের এজেন্ডা তাদের নাই। এমনকি, লেনিনবাদী রাজনীতির সীমাবদ্ধতার দ্বারা তাদের সীমাবদ্ধতার কারণে এই রকম কাজ করার মতো সুযোগ তাদের নাই। তাই,কোনো লেনিনবাদী পার্টি দুনিয়ার শ্রমিকদের আন্দোলনের তথ্য ভান্ডার নয়।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ৭ )

কমিউনিস্ট বিপ্লবের পরিসীমা বিষয়ে এফ.এ্যাংগেলস কর্তৃক লিখিত– দ্যি প্রিন্সিপাল অব কমিউনিজম পুস্তকে বর্ণিত এই:

" –১৯–একাকী এক দেশে কি এই বিপ্লব সংঘটিত হওয়া সম্ভব?

না। বিশ্ব বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে, বৃহদ শিল্প দুনিয়ার সকল মানুষ এবং বিশেষভাবে সভ্য মানুষদের একের সাথে অপরের এমন একটা নিকট সম্পর্কে আনয়ন করছে যে অন্যের ক্ষেত্রে যা ঘটছে তা হতে কেউ স্বাধীন নয়।

উপরন্ত, সভ্য দেশগুলোর সামাজিক বিকাশ এমন একটা পর্যায়ে ইহা সমন্বয় করছে যে, তাদের সবাই, বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত নিয়ামক শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে, এবং আজকের দিনে তাদের মধ্যকার সংগ্রাম আজকের দিনের মস্ত সংগ্রাম। ইহার অনুসরণে কমিউনিস্ট বিপ্লব নিছক একটি জাতীয় ঘটনা হবে না বরং অবশ্যই সকল সভ্য দেশগুলি তথা নিদেনপক্ষে ইংলন্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং জার্মানিতে যুগপৎ সংঘটিত হবে।

ইহা বিকশিত হবে এই দেশগুলোর প্রত্যেকটিতে কম-বেশ দ্রুতগতিতে, অধিকতর উন্নত শিল্প, বিশালতম সম্পদ, উৎপাদন শক্তির একটি গুরুত্ব জনসমষ্টি অনুসারে এক বা অন্যদেশে। এখান থেকে, জার্মানীতে ইহা এগুবে খুব ধীরে ও নানান প্রতিবন্ধকতায় এবং খুবই কম মুশকিল সমেত খুবই দ্রুতগতিতে ইংলন্ডে। দুনিয়ার অন্যান্য দেশে ইহার একটি শক্তিশালী প্রভাব পড়বে এবং এখন পর্যন্ত যেভাবে অনুসরিত হচ্ছে তা হতে বিকাশের গতিপথে আমূল সংস্কার হবে যখন ইহার অগ্রগতি হবে মস্ত পদক্ষেপে।

ইহা হচ্ছে বিশ্বজনীন বিপ্লব এবং তদানুসারে হবে বিশ্বজনীন পরিসীমা।"

অতঃপর, উপরোক্ত বিবৃতি অনুযায়ী এটা খুবই পরিস্কার যে, একাকী এক দেশে কমিউনিস্ট বিপ্লব সম্ভব নয়। কারণ, পুঁজিতন্ত্রী সমাজ হচ্ছে একটি বৈশ্বিক সমাজ, তাই, সমাজতন্ত্র দ্বারা পুঁজিতন্ত্রী সমাজের প্রতিস্থাপন একাকী এক দেশে সম্ভব নয়। সুতরাং, পুঁজিতন্ত্রী সমাজ বিনাশ করতে কমিউনিস্ট বিপ্লব একদেশে সম্ভব নয়, তদানুযায়ী, ইহা না স্থানীয় না জাতীয় বরং প্রতিক্রিয়াশীল পুজিপতি শ্রেণী কর্তৃক আরোপিত একটি বৈশ্বিক ঘটনা।

কাজেই, কমিউনিজমের জন্য পুঁজিতন্ত্রী সমাজকে বিনাশে দুনিয়ার শ্রমিকদের দ্বারা সংঘটিত কমিউনিস্ট বিপ্লব সাধনের নিমিত্তে ক্রিয়াশীল একটি কমিউনিস্ট পার্টি না স্থানীয় না জাতীয় বরং একটি বৈশ্বিক পার্টি। অবশ্যই, কমিউনিস্ট বিপ্লব বৈ কমিউনিস্ট পার্টির আর কোনো এজেন্ডা নাই। সুতরাং, একটি কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবী পার্টি।

কিন্তু, লেনিননবাদী পার্টিগুলো এমন কি সামরিক ক্যু যা লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি করেছিল রাশিয়ায় তা সমেত যেকোন ভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে একাকী একদেশে তথাকথিত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাদের কথিত জাতীয় গণতান্ত্রিক, নয়া গণতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য কাজ করছে।

অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রী সমাজকে প্রতিস্থাপিত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মজুরি দাসত্বের সমাপ্তি সাধনে কোনো লেনিনবাদী পার্টি কাজ করছে না। তাই, লেনিনবাদী

রাজনীতি অনুশীলনের মাধ্যমে কমিউনিস্ট বিপ্লবের বিরুদ্ধে কাজ করছে লেনিনবাদী পার্টিগুলি।
সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ৮ )

মানুষের মধ্যে বৈষম্য মুক্ত একটি সমাজের জন্য কাজ করতে কমিউনিস্টদের একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি, তাই কমিউনিস্ট পার্টি তার সদস্যদের মধ্যে অসাম্য মুক্ত। সুতরাং, একটি ভালোবাসাময় ও সুমধুর বন্ধুত্বের সম্পর্ক সমেত কমিউনিস্ট পার্টির সকল সভ্য সমান।
কিন্তু, গুরু-শিষ্য বা বিপন্ন-রক্ষাকর্তার সম্পর্ক সমেত লেনিনবাদী পার্টিগুলো হচ্ছে লেনিন, ট্রটস্কি, ষ্ট্যালিন, মাও, হোচি, চে, কিম, হোক্সা, ফিদেল প্রমুখদের মতো দাবীকৃত কতিপয় মহান নেতা, মহান গুরু, মহা বীর, মহা রক্ষক প্রমুখ সমেত পার্টি; এবং এমনকি, লেনিনবাদী পার্টি গুলো পার্সোনাল কাল্ট ও গুরুবাদ হতে মুক্ত নয়. তাই লেনিনবাদী পার্টিগুলোর সভ্যগণের মধ্যে অসমতা ও বৈষম্য বিদ্যমান।
অতঃপর, একটি বৈষম্য মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে মধুর বন্ধুত্বপূর্ণ ও ভালোবাসাময় সম্পর্ক সমেত সমানদের পার্টি নয় লেনিনবাদী পার্টিগুলো। তাই, গুরুবাদ সমেত বৈষম্যপূর্ণ বিষয়াদি সংরক্ষায় কাজ করছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো।
সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ৯ )

দুনিয়ার শ্রমিকদের মুক্তির জন্য পুঁজিপতি শ্রেণীকে শূন্যে নিক্ষিপ্তকরণে দুনিয়ার শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করতে গঠিত হয়েছিল কমিউনিস্ট লীগ।
অতঃপর, কমিউনিস্ট লীগের লক্ষ্য হিসাবে ইহার নিয়মাবলীতে বর্ণিত হয়েছিল যা হচ্ছে এইঃ
" অনু.১. লীগের লক্ষ্য হচ্ছে বুর্জোয়াদের উৎখাত করা, প্রলেতারিয়েতের শাসন,শ্রেণীগুলোর বৈরীতার উপর নির্ভরশীল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীন ও শ্রেণীহীন একটি নতুন সমাজের ভিত্তি পুরোনো বুর্জোয়া সমাজের বিলোপ সাধন।"
কিন্তু, " ব্যক্তিগত সম্পত্তিহীন ও শ্রেণীহীন একটি নতুন সমাজের ভিত্তি" -" পুরোনো বুর্জোয়া সমাজ" বিলুপ্তকরণের কোনো উদ্দেশ্য কোনো লেনিনবাদী পার্টির নাই।
অতঃপর, কমিউনিস্ট লীগের মতো একই উদ্দেশ্যে লেনিনবাদী পার্টিগুলো কাজ করছে না। তাই, একটি নতুন সমাজ- সমাজতন্ত্র দ্বারা পুঁজিতন্ত্রী সমাজকে বিলীন করার জন্য কাজ করছে না লেনিনবাদী পার্টিগুলো।
সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ১০ )

প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের সমিতি ইহার নিয়মাবলীতে বিবৃত করেছিল যা এই:
" যেহেতু,

শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি অবশ্যই অর্জিত হবে শ্রমিক শ্রেণীর নিজেদের কর্তৃক; শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য সংগ্রাম যার অর্থ শ্রেণী সুবিধা ও একচেটিয়ার জন্য নয়, তবে, সমান অধিকার ও দায়িত্বের জন্য, এবং সকল শ্রেণী শাসনের বিলোপ সাধন;
শ্রমের উপায়ের একচেটিয়াবাদের নিকট শ্রমের মানুষের অর্থনৈতিক অধীনতা, অর্থাৎ জীবনের উৎস, দাসত্বের সকল রূপের তলদেশে অবস্থান করে, সকল সামাজিক দুর্দশা, মানসিক অপকৃষ্টতা, এবং রাজনৈতিক নির্ভরশীলতা;
অতঃপর, শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তি হচ্ছে মস্ত সমাপ্তি যাতে উপায় হিসাবে প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলন অধস্তন হবে;
প্রত্যেক দেশে বহুমুখি শ্রম বিভাজনের মধ্যে সংহতির অভাব, এবং বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার একটা ভ্রাতৃীয় বন্ধনের একীভবনের অনুপস্থিতিতে মস্ত সমাপ্তির উদ্দেশ্যে এযাবৎ কালের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে;
শ্রমিককের মুক্তি স্থানীয়ও নয় জাতীয়ও নয়, তবে একটা সামাজিক সমস্যা, সকল দেশের অন্তর্ভুক্ত যাতে আধুনিক সমাজ বিদ্যমান, এবং ইহার সমাধানের জন্য নির্ভরতা হচ্ছে খুবই প্রাগ্রসরমান দেশগুলির তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ঐক্যমত;
ইউরোপের সর্বাধিক কর্মোদ্যোগী দেশগুলোতে শ্রমিক শ্রেণীর বর্তমান পুনরুভ্যুদয়, যখন একটা নতুন আশার জাগ্রত করেছে, পুরোনো ভুলের মধ্যে পুনরায় পতিত হওয়ার বিষয়ে গম্ভীরভাবে সতর্ক করেছে, এবং এখনো বিচ্ছিন্ন আন্দোলনগুলোর আশু সংযুক্তির আহবান জানাচ্ছে;
সেহেতু–
আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল। ”
অতঃপর, আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের সমিতির বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসারে এটি খুবই পরিস্কার যে, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির কাজ কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর কাজ। তাই, শ্রমিক শ্রেণী ব্যতিত আর অন্য কোনো শ্রেণী বিপ্লবী শ্রেণী নয়। সুতরাং, যারা নাগরিক হিসাবে একটি পুঁজিতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠনে আবশ্যকীয় পুঁজিতন্ত্রী সংবিধানে বিবৃত মৌলিক অধিকার গুচ্ছ ভোগ–উপভোগে যোগ্য বলে বিবেচিত নয় অথচ, শাসক শ্রেণীর পরজীবিতার স্বার্থের সেবা করতে রাজনৈতিক নির্বাহীদের হুকুমমতো হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ইত্যাদি সাধনের বৈধ পেশাধারী সামরিক বাহিনী অথবা, দেশপ্রেমিক বা জাতীয়তাবাদী বা কৃষকদের কর্তৃক কমিউনিজম বিজয়ের প্রশ্ন অবান্তর।
এমনকি, যদি আমরা ধরে নেই যে প্রথম আন্তর্জাতিকের বর্ণিত নিয়মাবলীর বিবৃতিতে কতিপয় শব্দের ভাষাগত ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা আছে তবু, সাধারণভাবে এটি সঠিক। তাই, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য শ্রমিকদেরকে একটি শ্রেণী হিসাবে গঠন করতে বৈশ্বিকভাবে কাজ করতে প্রথম আন্তর্জাতিকের বর্ণিত বিবৃতিটিকে অনুসরণ ও গ্রাহ্য করে তদানুরূপ একটি ঘোষণা প্রদানের দায়–দায়িত্ব হতে মুক্ত হতে পারে না একটি কমিউনিস্ট পার্টি। সুতরাং, অনুরূপ লক্ষ্য–উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্য বর্ণিত নিয়মাবলীগুচ্ছকে গ্রাহ্য করার একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

কিন্তু, একই রকম বা তদানুরূপ ঘোষণা সমেত অনুরূপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে কাজ করতে কোনো লেনিনবাদী পার্টি গঠিত হয়নি।

অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবা করতে প্রথম আন্তর্জাতিকের অমন গুরুত্বপূর্ণ নিয়মাবলীকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করে কাজ করছে লেনিনবাদী দলগুলো। তাই, কমিউনিজমের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি সাধনে কাজ করছে না লেনিনবাদী পার্টিগুলো।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

**( ১১ )**

নিঃসন্দেহে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের অদৃশ্যায়নের মাধ্যমে অদৃশ্য হবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে উত্থিত সকল মতাদর্শ, ধর্ম ইত্যাদি। অতঃপর, সকল ধর্মীয় মতবাদ, মতাদর্শ ইত্যাদি সমাপ্তিকরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট সমাজ হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ। তাই, সমাজের বৈজ্ঞানিক বিকাশ ও উন্নয়ন সাধনের জন্য বিজ্ঞান প্রয়োগ করতে, বিজ্ঞান জানতে, বিজ্ঞান বুঝতে ও বিজ্ঞান গ্রাহ্য করতে কমিউনিস্ট সমাজের প্রায়োগিক নীতি হচ্ছে বিজ্ঞান- সৃষ্টির কোড, তদানুযায়ী কমিউনিস্ট সমাজে সকলেই বিজ্ঞানী।

অতঃপর, একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় জন্য কাজ করার পার্টি হচ্ছে একটি কমিউনিস্ট পার্টি। তাই, কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক পার্টি তথা বিজ্ঞানীদের পার্টি অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যগণ হচ্ছে বিজ্ঞানী। সুতরাং, মতাদর্শ নয়, বরং বিজ্ঞান হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির প্রায়োগিক নীতি। উল্লেখ্য, মার্কস কোনো মতাদর্শ সৃজন করেননি বরং তিনি আবিস্কার করেছেন কমিউনিজমের বিজ্ঞান।

কিন্তু, একটি মতাদর্শ- লেনিনবাদের ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো। মাও চিন্তা, হো চি মিন চিন্তা, হোক্সা চিন্তা, কিমের জুসে ধারণা ইত্যাদি সবই হচ্ছে মতাদর্শ। উল্লেখ্য, লর্ড ও প্রভু এবং তাদের সুবিধাভোগীদের পরজীবী স্বার্থ চরিতার্থকরণে মনু, মুসা, কনফুসিয়াস প্রমুখ তাদের নিজ নিজ জাতি গড়তে তাদের শিষ্যদের শিক্ষিত করতে তৈরী করেছে অসংখ্য মতাদর্শ।

সন্দেহ নাই, তাদের অনুসরণে লেনিন, ট্রটস্কি, স্তালিন, মাও, কিম প্রমুখদের কেউ এমত দাবী হতে মুক্ত নয় যে মুসা, মনু, কনফুসিয়াস প্রমুখদের মতো তারাও তাদের শিষ্যদের শিক্ষিত করার জন্য এমত বাজে মতাদর্শ সৃজন করেছেন যেমনটা তারা তাদের সংশ্লিষ্ট দল ও রাষ্ট্রের ঘোষণা, বিধি ও আইন দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে মহান শিক্ষক, গাইড, নেতা ইত্যাতি বলে। সত্যি,মুসা, মনু প্রমুখরা যেমন চিহ্নিত হয়েছে তেমন কতিপয় লেনিনবাদী মোড়ল তাদের সংশ্লিষ্ট সংবিধান ও জাতীয় সংগীত দ্বারা অসাধারণ ও মহান ইত্যকার নানান পদবীতে চিহ্নিত হয়েছে।

অতঃপর, কমিউনিজমের বিজ্ঞানের জন্য নয় বরং লেনিনবাদী পার্টিগুলো কাজ করছে মতাদর্শের ভিত্তিতে। তাই, মতাদর্শগুলোর সমাপ্তি সাধনের মাধ্যমে একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ অর্জনের জন্য লেনিনবাদী পার্টিগুলো কাজ করছে না।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ১২ )

খুব সঠিকভাবেই কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বর্ণিত হয়েছে যে: " আজকের দিনে বুর্জোয়া শ্রেণীর মুখোমুখি যে সকল শ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে প্রলেতারিয়েত শুধু একা এক প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণী। আধুনিক শিল্পের মুখে অন্যান্য শ্রেণীগুলি ক্ষয়ে যায় এবং চূড়ান্তভাবে অদৃশ্য হয়; প্রলেতারিয়েত ইহার বিশেষ ও আবশ্যকীয় প্রোডাক্ট।

নিম্ন মধ্য শ্রেণী, ক্ষুদ্র ম্যানুফ্যাক্টসারার, দোকানদার, কারিগর, কৃষক, এরা সকলে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়ে মধ্য শ্রেণীর ভগ্নাংশ হিসাবে বিলোপনের কবল হতে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে। সেই কারণে, তারা বিপ্লবী নয়, বরং রক্ষণশীল। অধিকন্ত তারা প্রতিক্রিয়াশীল, কেননা তারা ইতিহাসের চাকাকে পিছনে ঘুরানোর চেষ্টা করে। "

অতঃপর, উপরোদৃত উদ্ধৃতি হতে ইহা খুবই পরিস্কার যে, কৃষকেরা কেবল রক্ষণশীলই নয় বরং প্রতিক্রিয়াশীল এবং কমিউনিজম দ্বারা পুঁজিতন্ত্রী সমাজ প্রতিস্থাপনে একাকী শ্রমিক শ্রেণী হচ্ছে বিপ্লবী।

সুতরাং, পুঁজিতন্ত্রী সমাজের শ্রেণী সমূহের ভূমিকা বিষয়ে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর উপরে বর্ণিত বিবৃতি আমলে নিলে কমিউনিস্ট পার্টি কোনো প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বা প্রতিক্রিয়াশীল কৃষকদের পার্টি নয়। তাই, কমিউনিজমের জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলোর বিলুপ্তি সাধনে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য একটি কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি।

কিন্তু, পার্টি প্রতিকের একটি চিহ্ন কৃষকদের হাতিয়াদির একটি– কাস্তে সমেত লেনিনবাদী পার্টি প্রতিক্রিয়াশীল কৃষকদেরও পার্টি। অতঃপর, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর নিরিখে প্রতিক্রিয়াশীল কৃষকদের রাজনৈতিক কর্মসূচি সমেত অমন প্রতিকের লেনিনবাদী পার্টিগুলো বিপ্লবী নয় বরং প্রতিক্রিয়াশীল পার্টি।

উল্লেখ্য, একটি ঘোড়া ও গাধার মিলনের ফল একটি খচ্চর ছাড়া আর কিছুই নয়; অতঃপর, প্রতিক্রিয়াশীল কৃষক এবং বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর সংমিশ্রিত একটি লেনিনবাদী পার্টি তাদের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যাদি দ্বারা পুঁজিতন্ত্রী সমাজের কমিউনিস্ট সমাজে রূপান্তরে বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার একটি চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই, শ্রেণী সমূহের ভূমিকা বিষয়ে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোকে ভুল প্রমাণ করে কোনো দলিলাদি প্রকাশ বা কোনো প্রকার ব্যাখ্যা ছাড়া কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করার লেনিনবাদী পার্টিগুলো প্রতিক্রিয়াশীল পার্টি।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ১৩ )

পুঁজিতন্ত্রী সমাজ একটি বৈশ্বিক সমাজ তাই, ইহা একটি সিংগেল সমাজ এবং হালে শাসিত হচ্ছে মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্র রক্ষা ও পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবা করতে লেনিনবাদী

মোড়ল স্ট্যালিন সমেত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ীগণের প্রতিষ্ঠিত, বিশ্ব অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক– আই এম এফের দ্বারা।

কিন্তু, লেনিনবাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশ ও ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভিন্ন শ্রেণীর শাসন ভিত্তিক এই পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বে নানান সমাজের এক ভুয়া ও কৃত্রিম ধারণা দ্বারা পুঁজিতন্ত্রী সমাজের বৈশ্বিক জাল অস্বীকার ও উপেক্ষা করে লেনিনবাদী দলগুলো তাদের যুদ্ধ কৌশল নির্ধারণ করে আসছে। এমনকি, এরকম দুস্কর্মকে জায়েজীকরণে সি পি এস ইউ কার্ল মার্কসের পুঁজি গ্রন্থকে বিকৃতকরণে লজ্জাবোধ করেনি।

নিশ্চিতভাবেই, একটি কমিউনিস্ট বিপ্লব দ্বারা পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিলুপ্তকরণে শ্রমিক শ্রেণী সহ আবশ্যকীয় হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি উৎপন্নকারী পুঁজিতন্ত্রী সমাজ সমেত সমাজ সমূহের বাস্তব বিবরণের উপর ভিত্তি করে কাজ করে কমিউনিস্ট পার্টি।

আবশ্যই, পুঁজিতন্ত্রী সমাজকে একটি নতুন সমাজ –কমিউনিজম দ্বারা প্রতিস্থাপনে পুঁজিতন্ত্রী সমাজের পরিধি ও ব্যাপ্তি বিষয়ে মার্কস ও এ্যাংগেলসের তথ্যমূলক বিবৃতি আমলে নিয়ে – " পুরোনো বুর্জোয়া সমাজ" হিসাবে পুঁজিতন্ত্রী সমাজকে বিবৃত করেছে কমিউনিস্ট লীগ।

নিশ্চিতভাবেই নিশ্চিত, পুঁজিতন্ত্রী সমাজ এখন মরণাপন্ন অবস্থায়, তদানুযায়ী ইহা আই এম এফ সহ কতিপয় বৈশ্বিক এজেন্সির নীবিড় পর্যবেক্ষণাধীন।

আতঃপর, জাতি সংঘ, আই এম এফ সহ পুঁজিতন্ত্রের সকল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করার কৌশল ও কর্ম প্রক্রিয়া স্থিরকরণে, অক্ষম তবে প্রতিক্রিয়াশীল একটি পুঁজিপতি শ্রেণী সমেত পুঁজিতন্ত্রী সমাজের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করা বৈ অন্য কিছু করার কোনো সুযোগ একটি কমিউনিস্ট পার্টির নাই। সুতরাং, বিদ্যমান অবস্থা সমেত সমাজের প্রকৃত বিবরণের ভিত্তিতে কাজ করার একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

অথচ, পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবা করতে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ সম্পর্কেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ সম্পর্কে মাও সমেত লেনিনবাদী মোড়লগণ এবং লেলিনের ভুয়া বিবৃতির ভিত্তিতে কাজ করছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো।

অতঃপর, তথা কথিত জাতীয় গণতান্ত্রিক অথবা জনগণতান্ত্রিক ইত্যাদি ভুয়া বিপ্লবের কৌশতগত লাইনে ক্রিয়া করতে গিয়ে লেনিনবাদী পার্টিগুলো পুঁজিতন্ত্রের প্রকৃত অবস্থাকে গোপন করার চেষ্টা করে তারা বরং আই এম এফের শাসনাধীন বিশ্ব অর্থনীতির বর্তমান ঘটনাপঞ্জি বিবেচনা করছে না, তদানুযায়ী কমিউনিজমের জন্য নয় তারা কাজ করছে পুঁজিতন্ত্রের জন্য। তাই, লেনিনবাদী পার্টিগুলা হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রী পার্টি।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ১৪ )

উৎপাদন উপায় সমূহের সামাজিক/ কমিউন/ সাধারণ মালিকানার মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রের প্রতিস্থাপনকারী সমাজতন্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে- পুঁজিতন্ত্র। তাই, কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে চায়নার গ্রেট দেওয়াল নাই, উপরন্ত উভয় শব্দের অর্থ সমার্থক।

কিন্তু, রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রকে সমাজতন্ত্র এবং অনুরূপ লেনিনবাদী সমাজতন্ত্র লেনিনবাদী কমিউনিজমের ভিত্তি- দাবী করে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের মধ্যে কৃত্রিম ফারাক চিহ্নিত ও নির্ণিত করে আসছে লেনিনবাদী দলগুলো- যাহা হচ্ছে সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভুয়া ও বাজে।

অতঃপর, একটি লেনিনবাদী রাষ্ট্রকে সমাজতন্ত্র হিসাবে বিবেচনা করে অনুরূপ লেনিনবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে প্ররোচিত ও সম্মোহিত করে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে মোহ সৃষ্টিতে দুনিয়ার মজুরি দাসদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে লেনিনবাদী পার্টিগুলো অনুরূপ মিথ্যাচার করে।

উল্লেখ্য, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম সম্পর্কে যদি লেনিনবাদী ভাষ্য যদি সঠিক হয় তবে কমিউনিস্ট লীগের নিয়মাবলীর প্রথম অনুচ্ছেদ - যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি তা বেঠিক। কিন্তু. কোনো সন্দেহ নাই যে, কমিউনিস্ট লীগের বর্ণিত অনুচ্ছেদ নয় বরং সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম সম্পর্কে বানোয়াটি লেনিনবাদী ভাষ্য কেবল বেঠিকই নয় বরং ভুয়া।

কমিউনিজম ও পুঁজিতন্ত্রের মধ্যেকার কোনো লেনিনবাদী রাষ্ট্র বা সমাজতান্ত্রিক সমাজ নয়, বরং পুরোনো পুঁজিতন্ত্রী সমাজ বিলীন করে একটি নতুন সমাজ- কমিউনিজম/সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করার একটি পার্টি হচ্ছে-কমিউনিস্ট পার্টি।

কিন্তু, অমন ভুয়া সমাজতন্ত্র ও মিথ্যা কমিউনিজমের লেনিনবাদী রাজনীতির অমন ভুয়া বিবৃতির মাধ্যমে তথাকথিত কমিউনিজমের ভিত্তি - অমন ভুয়া লেনিনবাদী সমাজতন্ত্রের জন্য কাজ করছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো। তাই, কমিউনিজমের জন্য কাজ করছে না লেনিনবাদী পার্টিগুলো।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ১৫ )

" সে সময় থেকে এই বা ঐ অকপট মস্তিষ্কের আকস্মিক আবিস্কার হয়ে সমাজতন্ত্র আর রইল না, তা হল প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া এই দুই ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত শ্রেণীর মধ্যেকার সংগ্রামের আবিশ্যিক ফল।"-এফ. এ্যাংগেলস, সমাজতন্ত্র: ইউটোপীয়ন ও বৈজ্ঞানিক।

অতঃপর, ফে.এ্যাংগেলসের উপরোল্লেখিত বিবৃতি মতে এটি খুবই পরিস্কার যে, পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর বিরোধের ফলাফল হচ্ছে সমাজতন্ত্র। তদানুযায়ী, পুঁজির জন্মগত শর্তে পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার বৈরীতার ঐতিহাসিক পরিণতি-সমাজতন্ত্র হচ্ছে এক ঐতিহাসিক সত্য । বস্তুত, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তাদিতে

পুঁজিতন্ত্রী সমাজের ঐতিহাসিক পরিণতি হচ্ছে সমাজতন্ত্র, তাই পুঁজির ঐতিহাসিক পরিণতির হেতুবাদে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক পুঁজিপতি শ্রেণীর ঐতিহাসিক পরাজয়ের ফলাফল- কমিউনিজম হচ্ছে অনিবার্য্য।

সুতরাং, লেনিন বা ট্রটস্কি বা ষ্ট্যালিন বা মাওয়ের মতো কোনো প্রতিভাবান ব্যক্তি বিশেষের মস্তিষ্ক প্রসূত আবিস্কার নয় কমিউনিজম, এবং নিঃসন্দেহে, সমাজতন্ত্র নয় কতিপয় অসাধারণ ব্যক্তি বিশেষের প্রোডাক্ট, অথবা কতিপয় কথিত বীরের বীরত্বমূলক কাজের ফলাফল নয় সমাজতন্ত্র, অথবা, ইহা নয় কতিপয় কথিত মহান শিক্ষকের শিক্ষার প্রতিফল, অথবা, ইহা নয় কথিত কতিপয় মহান নেতার কথিত মহান কাজের ফল। বরং, শ্রমিকদেরকে শিক্ষিত ও নেতৃত্ব দিতে তথাকথিত কোনো মহান নেতা বা শিক্ষক নয় বরং তাদের দরকার একটি কমিউনিস্ট পার্টি।

কিন্তু, লেনিননবাদী মোড়ল ষ্ট্যালিন বলেন যে, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য জন্ম নিয়েছিলেন লেনিন এবং লেনিনের বিরল মেধার আবিস্কার ছিল ইউ এস এস আরের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ; এবং কম-বেশ সব লেনিননবাদী পার্টি মনে করে যে, সমাজতন্ত্র অর্জন করতে হলে লেনিন, ট্রটস্কি, স্তালিন, মাও, হোচি, কিম, হোক্সা, ফিদেল, চে' প্রমূখ অসাধারণ ও মহান নেতা আবশ্যক। তাই, তারা এমনকি এ্যাংগেলসের উপরোক্ত বিবৃতিকেও উপেক্ষা করে সমাজতন্ত্র অর্জনে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকাকে উপেক্ষা ও অস্বীকার করে যাচ্ছে।

অতঃপর, " ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত দুটি শ্রেণী- প্রলেতারিয়েত এবং বুর্জোয়ার মধ্যেকার সংগ্রামের ফলাফল" এর জন্য কাজ করার জন্য একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

কিন্তু, লেনিন, ট্রটস্কি, মাও প্রমূখদের মতো তথাকথিত অসাধারণ ও মহান নেতাদের বীরত্বপূর্ণ কাজের মাধ্যমে লেনিননবাদী রাষ্ট্র বিনির্মাণে কাজ করছে লেনিননবাদী পার্টিগুলো।

অতঃপর, সমাজতন্ত্র লাভে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী কাজ নয় বরং লেনিননবাদী পার্টিগুলো কাজ করছে তথাকথিত বীর, বা শিক্ষক অথবা নেতার দ্বারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের জন্য। তাই, " ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত দুটি শ্রেণী- প্রলেতারিয়েত এবং বুর্জোয়ার মধ্যেকার সংগ্রামের ফলাফলের" জন্য লেনিননবাদী পার্টিগুলো কাজ করছে না।

সুতরাং, কোনো লেনিননবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

**( ১৬ )**

কমিউনিস্ট বিপ্লব কিছুই নয় বরং শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধের সমাধানার্থে ইহা হচ্ছে পৃথিবীর শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধের চূড়ান্ত পরিণতি। সুতরাং,দুনিয়ার শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধের ফলাফল হচ্ছে উৎপাদন উপায়ের ব্যক্তিমালিকানা-যা হচ্ছে শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধের কারণ তা বিলুপ্ত করে উৎপাদনের উপায়সমূহের সামাজিক মালিকানা এবং যা হচ্ছে সমাজতন্ত্র।

তাই, দুনিয়ার শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধের শর্তে তা সমাধানান্তে বৈরীতা সমাপান্তে কমিউনিস্ট বিপ্লব ও কমিউনিজম উভয়েই হচ্ছে অপরিহারযোগ্য ও অনিবার্য। কারণ, পুঁজি নিজেই হচ্ছে শ্রম শক্তি ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যেকার বিরোধের কারণ; কারণ, অপরিশোধিত শ্রম ছাড়া পুঁজি আর কিছুই নয়, তাই, পুঁজি পুঞ্জীভবনে পণ্য উৎপাদনে শ্রম শক্তির ক্রেতা হিসাবে পুঁজিপতি শ্রেণী হচ্ছে শোষক, এবং শ্রম শক্তির বিক্রেতা হিসাবে শ্রমিক শ্রেণী হচ্ছে শোষিত, অতঃপর, পুঁজির শর্তে শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে বিরাজমান হচ্ছে বিরোধ, সেই অনুযায়ী, পুঁজিতন্ত্রে পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর বিরোধ নিস্পত্তি করার সুযোগ নাই। সুতরাং, পুঁজিতন্ত্রী সমাজে অপরিহারযোগ্য অবস্থা হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রাম।

অতঃপর, একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে দুনিয়ার শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধ সমাধান করতে শ্রেণী সংগ্রামকে শক্তিশালীকরণে শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি হিসাবে কাজ করার একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। সুতরাং, একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রাম চিরতরে শেষ করতে শ্রেণী সংগ্রামের একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

কিন্তু, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট বিপ্লবের এমন বাস্তবতাকে স্বীকার বা গ্রাহ্য করে না। অথবা, কোনো লেনিনবাদী পার্টি একটি সাম্যতন্ত্রী সমাজের মাধ্যমে শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রাম শেষ করতে শ্রেণী সংগ্রামের শীর্ষ বিন্দু- কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রামকে শক্তিশালীকরণের´ একটি পার্টি নয়। অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থে লেনিনবাদী পার্টিগুলো শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধীতার সমাধানের পক্ষে নয়। তাই, একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধের সমাপ্তি সাধন করে শ্রমিক শ্রেণীর দুর্দশার সমাপ্তি সাধনে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে লেনিনবাদী পার্টিগুলো কাজ করে না।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ১৭ )

দুনিয়ার শ্রমিকদের মধ্যকার ভাগ-বিভাজন পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর জন্য সহায়ক কিন্তু ইহা শ্রমিকদের জন্য খুবই ক্ষতিকর, তাই শ্রমিকদেরকে বিভক্ত করার যেকোনো নীতি শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে। অতঃপর, কমিউনিজমের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রের ঐতিহাসিক পরিণতি- পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর অদৃশ্যায়ন হতে তাকে সংরক্ষার জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে বহুভাগে বিভক্তকরণে পুঁজিপতি শ্রেণী বহু নীতি সৃজন করে আসছে।

শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর ঐতিহাসিক পরিণতি নিশ্চিত করতে পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক প্রবর্তিত শ্রমিক শ্রেণীকে বিভক্ত করার সকল ক্ষতিকর নীতির বিনাশ সাধনে যুদ্ধ করতে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধকরণে কাজ করার একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

কিন্তু, লেনিননবাদী পার্টিগুলো হচ্ছে তথাকথিত আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকারের পক্ষে, যা শ্রমিকদেরকে জাতি ও দেশের দ্বারা বিভক্ত করতে খুবই সহায়ক ও কার্যকরী। এমনকি,এই রাজনীতি কথিত জাতীয় উন্নতি সাধনে জাতীয় পুঁজি পুঞ্জিভবনে তথাকথিত জাতীয় মুক্তি হাসিলে বিনা মজুরিতে এসব ক্ষতিকর আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে স্থানীয় পুঁজিপতিদেরকে সেবা করার এক ন্যাক্কারজনক তবে দেশপ্রেমের আবেগময়ী কাব্যিক ধারণা যা শ্রমিক শ্রেণীকে তার নিজস্ব শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী পরিচিতি অস্বীকার ও উপেক্ষা করতে সম্মোহিতকরণে কার্যকরী। অতঃপর, শ্রমিকদেরকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করার মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবা করতে কাজ করছে লেনিননবাদী পার্টিগুলো। তাই, তথাকথিত জাতি সমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকারের রাজনীতি অনুশীলনের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদনী ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে কাজ করছে লেনিননবাদী পার্টিগুলো।
সুতরাং, কোনো লেনিননবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

**( ১৮ )**

একটি কমিউনিস্ট পার্টি স্বীকার করে যে, স্ব-নির্ভর তবে খুবই গরীব স্থানীয় অর্থনীতিকে পরাজিত করার মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল উপনিবেশিক নীতি। তাই, বিপ্লবী পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক অনুশীলিত উপনিবেশিক নীতি ছিল একটি প্রগতিশীল নীতি। যখন পুঁজিতন্ত্র বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছেছে তখন উপনিবেশিকতার নীতি তার উপযোগিতা হারিয়েছে, এটা নিশ্চিত, তদানুযায়ী বৈশ্বিকভাবে পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবা করতে আই এম এফ সহ কয়েকটি বৈশ্বিক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী বর্ণিত নীতির অনুশীলনের সমাপ্তি সাধন করেছে।
অতঃপর, উপনিবেশিক নীতির অনুশীলনের সমাপান্তের ফলাফলে অনেকগুলো নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, কিন্তু আই এম এফ এবং অপরাপর বৈশ্বিক কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত নয় এগুলো। উল্লেখ্য, বৃটিশ ভারত সহ আই এম এফের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল ৫১, কিন্তু এখন ১৯৮।
কিন্তু, তথাকথিত জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকারের রাজনীতি অনুশীলনের মাধ্যমে লেনিননবাদী পার্টিগুলো উপনিবেশিকতা নীতির বিরুদ্ধে। অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রের বৈশ্বিক জালের অধীন তথাকথিত স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি ও অতীত সম্পর্কে এমত ভুয়া ও বানোয়াটি গল্প প্রস্তুত করার মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী বিকাশের ঐতিহাসিক সত্যাসত্যকে অস্বীকার করা দ্বারা কলোনিয়াল শাসকদের দেশকে জাতীয় বিকাশের শত্রু ঘোষণা করে কলোনিয়াল শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লেনিননবাদী পার্টিগুলো বিপ্লবী পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক পরাজিত শক্তিসমূহের পক্ষ নিচ্ছে।
উল্লেখ্য, কমিউনিস্ট ইস্তাহারে বর্ণিত হয়েছে যে :

" নিজ উৎপন্নের জন্য অবিরাম প্রসারমান এক বাজারের তাগিদে বুর্জোয়ারা ছুটে বেড়ায় সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ। এদের অবশ্যই সর্বত্র জড়িয়ে থাকা, সর্বত্র বসতি স্থাপন এবং সর্বত্র সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

বুর্জোয়ারা বিশ্ব বাজারে এদের শোষণের মাধ্যমে প্রতিটি দেশের উৎপাদন ও ভোগে এক বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের ভয়ানক বিরক্তির মধ্যে এরা শিল্পের পায়ের তলা থেকে টেনে নিয়েছে সেই জাতীয় ভূমি যার উপর শিল্প দাঁড়িয়েছিল। পুরানো সব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিল্প ধ্বংস করছে অথবা, প্রতিদিন তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাদের স্থানচ্যুত করছে এমন সব নতুন শিল্প যাদের প্রবর্তন সভ্য জাতিগুলির মরা-বাঁচার প্রশ্নের শামিল; এমন শিল্প যা আর শুধু দেশজ কাঁচামাল নয়, বরং দূর-দূরান্ত অঞ্চল হতে আনা কাঁচামাল নিয়ে কাজ করে; এমন শিল্প যাদের উৎপন্ন কেবল দেশেই নয়, বরং পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। দেশ বিশেষের উৎপাদনে যা মিটতো সেই পুরনো চাহিদার স্থলে আমরা দেখি নতুন অভাব যার সন্তুষ্টিসাধনে আবশ্যক হচ্ছে দূরবর্তী ভূমি ও দেশের উৎপন্নসমূহ। পুরোনো স্থানীয় ও জাতীয় বিচ্ছিন্নতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার স্থলে পাচ্ছি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আদান-প্রদান , জাতিসমূহের বিশ্বজনীন অন্যোন্যনির্ভরতা। এবং এমনটাই বটে যেমন বস্তুগত তেমন বুদ্ধিবৃত্তিক উৎপাদনে । স্বতন্ত্র্য জাতিগুলির বৌদ্ধিক সৃষ্টিগুলো হয়ে যায় সাধারণ সম্পত্তি। জাতিগত একদেশদর্শিতা ও সংকীর্ণ মানসিকতা অধিক হতে অধিকতর মাত্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, এবং বিপুল সংখ্যক স্থানীয় ও জাতীয় সাহিত্য হতে উদ্ভূত হয় একটা বিশ্ব সাহিত্য।

উৎপাদনের উপায় সমূহের দ্রুত উন্নতি সাধন করে যোগাযোগ মাধ্যমের অতিকায় সুযোগ-সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে বুর্জোয়ারা দুনিয়ার সকল এমনকি ভয়ানক বর্বর জাতিসমূহকে সভ্যতার মধ্যে টেনে এনেছে। সস্তা পণ্যের ভারী কামান যার জোর দ্বারা বিদেশীদের প্রতি তীব্র একগুয়ে ঘৃণা পোষণকারী বর্বরদের আত্মসমর্পন করিয়েছে । বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতি পরিগ্রহণে সকল জাতিকে এরা বাধ্য করেছে ধ্বংসের যন্ত্রণা ভুগতে; তাদেরকে এরা বাধ্য করেছে যাকে তারা সভ্যতা বলে তার প্রচলন তাদের মাঝে ঘটাতে যেমন-তাদের নিজেদেরকে বুর্জোয়া বনতে। এক কথায় এরা নিজের প্রতিচ্ছবিতে একটা দুনিয়া গড়ে তোলে। "

অতঃপর, বিপ্লবী পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক উপনিবেশিক নীতির বিপ্লবী প্রয়োগের মাধ্যমে সকল প্রশ্চাৎপদ এবং স্থানীয় তবে দরিদ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পরাজিত করে পুঁজিতন্ত্রী বিশ্ব তৈরী করা হয়েছে। সন্দেহ নাই, প্রাগ্রসরমান পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা ও বিপ্লবী পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক বর্ণিত পরাজিত অর্থনীতির সুবিধাভোগী ও প্রাধিকারভোগী সমেত পশ্চৎপদ ও স্থানীয় অর্থনীতির পরাজয় ছিল সম্পূর্ণত নিয়মমাফিক এবং স্বাভাবিক।

কিন্তু, পুঁজিতন্ত্রী বৈশ্বিক জালের নীচে জাতি সমূহের অবস্থা এবং পুঁজিতন্ত্রী সমাজের পরিসীমাকে অবজ্ঞা করতে লেনিনবাদী পার্টিগুলো কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বর্ণিত

ঐতিহাসিক সত্যসমূহ অস্বীকার করতে ম্যানিফেস্টোকে অবজ্ঞা করে আসছে। অতঃপর, মরণ দশায় উপনীত পুঁজিতন্ত্রকে সেবা করতে লেনিনবাদী পার্টিগুলো নেটিভ বা স্থানীয় পুঁজিপতিদের শোষণকে গোপন করতে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ সম্পর্কে ভুল ধারণা, ভুয়া ভাব, এবং ভ্রান্তবোধ তৈরী করে আসছে। তাই, লেনিনবাদী পার্টিগুলো শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে কাজ করছে।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

**( ১৯ )**

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই পুঁজিতন্ত্রী সমাজ বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে। অতঃপর, সমাজকে শাসন করার যোগ্যতা হারিয়েছিল পুঁজিপতি শ্রেণী। তাই, এখানে নৈরাজ্য এবং নৈরাজ্য সুতরাং, পুঁজির অস্তিত্বের শর্ত- (১ পুনরুৎপাদন; এবং (২) সঞ্চালনের দ্বারা অতি উৎপাদনের হেতুবাদে পুজিতন্ত্রের নিরাময় অযোগ্য ব্যাধি-মন্দার কারণে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হারানোর ভয়ে পুঁজিপতি শ্রেণী উন্মাদনায় ভোগছে।

কিন্তু, শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক পুঁজির অদৃশ্যায়নের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর ঐতিহাসিক পরিণতি- তার অদুশ্যায়ন স্বীকার করতে প্রস্তুত নয় পুঁজিপতি শ্রেণী, তাই, পুঁজিপতি শ্রেণী বিশ্বায়নের রাজনীতি প্রবর্তন করে রাষ্ট্রের স্বাধিকার হারিয়ে উপনিবেশিক নীতি পরিহার করে ইউ এন, ডব্লিও বি, আই এম এফ ইত্যাদি বৈশ্বিক সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে মরণদশায় উপনীতি পুঁজিতন্ত্রকে যেকোনোভাবে সংরক্ষায় ইতিহাসের চাকাকে পেছনের দিকে ঘুরানোর চেষ্টা করছে। তাই, বৈশ্বিক সিন্ডিকেটগুলোর শাসনে রাষ্ট্রগুলো মৃতপ্রায় অবস্থায় সুতরাং, জাতীয় রাষ্ট্র হচ্ছে মৃত এবং তদানুযায়ী বৈশ্বিক কর্তৃপক্ষগুলোর প্রতিষ্ঠার কাল হতে এ জাতীয় সংস্থাগুলোর শাসনে গণতন্ত্র হচ্ছে মৃত।

অতঃপর, মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবক্ষয়িত পুঁজিতন্ত্র সংরক্ষায় দু'টি বিশ্বযুদ্ধ সহ মানবতার বিরুদ্ধে অসংখ্য অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে তাদের এ জাতীয় ব্যর্থ প্রচেষ্টার মাধ্যমে কেবল সংরক্ষণশীল নয় বরং অক্ষম পুঁজিপতি শ্রেণী হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল সুতরাং, প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণীর উন্মত্ততা সমেত সকল ধরণের নৈরাজ্যিকতা ও স্বৈরতান্ত্রিকতা সহ পুঁজিতন্ত্র মরণাপন্ন অবস্থায় উপনীত।

কিন্ত, এখনো টিকে আছে। কারণ, দুনিয়ার সর্বাধিক শক্তিশালী সিন্ডিকেট- আই এম এফ সহ এ ধরণের সকল সংগঠন সমেত মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রের এইরূপ প্রকৃত অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণীকে অদৃশ্যায়নে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে একটি কমিউনিস্ট পার্টি নাই।

কিন্তু, আই এম এফের শাসনকে কবুল করে প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা না করে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে জাতীয় রাষ্ট্রের জন্য করছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো। অতঃপর, শ্রমিক শ্রেণীকে বিভ্রান্ত করতে একটি লেনিনবাদী পার্টির শাসন দ্বারা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সকলের জন্য

তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র- যা হচ্ছে সম্পূর্ণত মিথ্যা ও ভুয়া রূপ রাজনীতির মাধ্যমে আই এম এফের শাসন সমেত মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা বিষয়ে ভুল, ভুয়া ও বাজে তথ্য ছড়ানোর মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবা করতে মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রের বিদ্যমান অবস্থাদি গোপন করতে কাজ করছে লেনিননবাদী পার্টিগুলো।
সুতরাং, কোনো লেনিননবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ২০ )

সন্দেহাতীতভাবে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অদৃশ্যায়নের মাধ্যমে শ্রেণীসমূহের অদৃশ্যায়নের দ্বারা রাষ্ট্র অদৃশ্য হবে। কারণ, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে দাসদেরকে পীড়ন ও দমনে তাদের সর্বাধিক শক্তিশালী ও ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রেণী হাতিয়ার-রাষ্ট্র উদ্ভূত হয়েছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে ।
দলিলপত্রে দেখা যায় যে, ফারাও ডাইনেস্টীর প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক খ্রীষ্ট পূর্ব ৩১৫০ সালে রাষ্ট্র হিসাবে প্রথম কিংডম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মিশরে। কিন্তু, খ্রীষ্ট পূর্ব ১০৫০ সালে এক ঐতিহাসিক অগ্রগতি সমেত চিরকালীন প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট ( আরকন) এবং উত্তরাধিকার প্রথা বিলীন করে নির্বাচিত নির্বাহীগণ সহ প্রথম রাষ্ট্র গঠিত হয় গ্রীসে; খ্রীষ্টপূর্ব ৭৫৩ সালে ইহা পরিণত হয় এক ডিসেনিয়াল ও নির্বাচিত আরকনশীপে; এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৬৮৩ সালে চূড়ান্তভাবে ইহা পরিণত হয় বার্ষিক নির্বাচিত আরকনশিপে।
অতঃপর, রাষ্ট্রের ইতিহাস মানবজাতির জন্ম লগ্ন হতে স্থায়ী হওয়ার ইতিহাস নয়। উল্লেখ্য, মানব জাতির বয়স দুই লাখ বছরের কম নয়, কিন্তু, রাষ্ট্রের ইতিহাস ৫,৫০০ বছরের বেশী নয়।
তাই, এটি খুবই সরল বিষয় যে ব্যক্তিগত মালিকানা ছাড়া প্রাইভেট প্রোপার্টি হোল্ডারদের দমন-পীড়নমূলক যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্র টিকে থাকার কোনো কারণ নাই। কারণ, শ্রেণীহীন সমাজে রাষ্ট্রের কোনো উপযোগিতা নাই।
অতঃপর, একটি কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রী ব্যক্তিমালিকানা অদৃশ্যায়নের মাধ্যমে শ্রেণীসমূহের বিনাশের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে অদৃশ্যকরণে কাজ করার পার্টি।
কিন্তু, রাষ্ট্রীয় মালিকানার নয়া গণতন্ত্র সহ জাতীয় মুক্তির রাজনীতির দ্বারা পুরনো তবে মৃতবৎ রাষ্ট্রকে বিভক্তকরণের মাধ্যমে নতুন নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে লেনিননবাদী রাষ্ট্রগুলো। অতঃপর, লেনিননবাদী পার্টিগুলো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়। নিশ্চয়ই, শাসকের প্রতিদ্বন্দ্বী ও শাসিত শ্রেণীকে দমন-পীড়নে খুবই ক্ষমতাসম্পন্ন তবে কার্যকরী যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও কার্যাবলী এবং উদ্ভব বিষয়ে তারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে । অতঃপর, রাষ্ট্র আর কিছুই নয় বরং শাসক শ্রেণীর স্বার্থে এক ক্ষমতাসম্পন্ন পীড়নমূলক যন্ত্র তদানুযায়ী, রাষ্ট্র কখনো সকলের জন্য সকলের একটি কল্যাণমূলক সংগঠন নয়। তাই, সকলের মুক্তির শর্ত হচ্ছে রাষ্ট্রের বিনাশ।

কিন্তু, লেনিনবাদী পার্টিগুলো রাষ্ট্রহীন সমাজের জন্য কাজ করছে না বরং, তারা মোহ সৃষ্টি করছে যে ক্ষমতাসীন লেনিনবাদী দল সমেত নতুন রাষ্ট্র হচ্ছে সকলের জন্য।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

**(২১ )**

নিশ্চিত, আই এম এফের শাসনাধীন মৃতবৎ রাষ্ট্রগুলোর বার্ষিক খরচ ও ব্যয় বিশ্বের মোট আয়ের ২৯% চেয়ে কম নয়। কিন্তু, রাষ্ট্রের ব্যয় ও খরচ আর কিছুই নয় বরং মজুরি দাসদের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ।

সুতরাং, উদ্বৃত্ত-মূল্যের খরচে একটি রাষ্ট্রকে রক্ষণাবেক্ষণ করাটা আর কিছুই নয় বরং শ্রমিকদেরকে শোষণ করে একটি দমনমূলক যন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ করা। তাই, যেখানে রাষ্ট্র আছে, সেখানে শোষণ আছে। কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক সমাজ হচ্ছে শোষণমুক্ত। সুতরাং, সমাজতন্ত্রে একটি রাষ্ট্রকে রক্ষণাবেক্ষণের কোনো সুযোগ নাই।

অতঃপর, যথার্থভাবেই কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বিবৃত করেছে যা হচ্ছে এই: " ইহার শ্রেণীবৈরীতা সহ পুরনো বুর্জোয়া সমাজের স্থলে আমরা পাবো একটা সমিতি যাতে প্রত্যেকের স্বাধীন বিকাশের শর্ত হচ্ছে সকলের স্বাধীন বিকাশ। "

অতঃপর, রাষ্ট্র নয় বরং দুনিয়ার সকলের স্বাধীন বিকাশের জন্য সকলের দ্বারা সকলের জন্য একটি সমিতি সমেত হচ্ছে সমাজতন্ত্র ।

সুতরাং, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে উদ্ভূত রাষ্ট্র সমেত শাসক শ্রেণীর সকল হাতিয়ার ও অস্ত্রাদি বিনাশ করার মাধ্যমে দুনিয়ার সকলের জন্য উৎপাদন ও আবশ্যকীয় তথ্য সমন্বয় ও যোগাযোগের জন্য বিশ্বের সকলের জন্য সেই একই সমিতির জন্য কাজ করার একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি, তদানুযায়ী, কারো স্বাধীনতা সীমিত বা ক্ষুন্ন করার কোনো ধরণের সংগঠন সমাজতন্ত্রে নাই।

কিন্তু, লেনিনবাদী সমাজতন্ত্র অথচ যা রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়, তা প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র গঠন বা দখলের জন্য কাজ করছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো।

অতঃপর, মজুরি দাসদের শোষণ করে একটি রাষ্ট্র রক্ষণাবেক্ষণ করতে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের লেনিনবাদী রাজনীতি অনুশীলণ করার মাধ্যমে লেনিনবাদী পার্টিগুলো কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোকে অস্বীকার করে আসছে। তদানুযায়ী, শোষণমূলক ব্যবস্থাকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাজ করছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো। তাই, রাষ্ট্রকে রক্ষণাবেক্ষণের রাজনীতি অনুশীলণ করার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণী ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে কাজ করছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

**( ২২)**

কোনো লেনিনবাদী পার্টি নিজেকে ব্যতিত অন্য কোনো লেনিনবাদী পার্টিকে লেনিনবাদী হিসাবে স্বীকার করে না। কিন্তু,সকল লেনিনবাদী পার্টিই স্বীকার করে যে, লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক পার্টি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইউ এস এস আর প্রথম

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র´। প্রথাগত পুঁজিতন্ত্রীরা সেই একই গান গাওয়ার কাতারভুক্ত। অতঃপর, সূর্য উদয় ও অস্ত যাওয়ার মতো প্রথাগত সত্যের অনুরূপ একটি প্রথাগত সত্য হিসাবে চালু আছে যে ইউ এস এস আর ছিল সমাজতান্ত্রিক।

নিশ্চয়ই, এটি দৃশ্যমান সত্য হলেও কিন্তু প্রকৃত ঘটনা নয় তাই, সূর্য উদিত হচ্ছে এটি সত্য নয়। কারণ, সূর্যের চতুর্দিকে নিজ অক্ষ পথে পৃথিবী ঘুরছে এবং সূর্যও তার নিজ কক্ষপথে ঘুরছে। সুতরাং, সোলার সিস্টেম সম্পর্কে অজ্ঞ ও অবৈজ্ঞানিক কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যক্তি যারা দাস ও প্রজাদের শাসন করার জন্য পৃথিবীর স্রষ্টা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী হতে ঐশ্বরিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রভু ও লর্ডদের কর্তৃত্ব ন্যায্যকরণের খারাপ অভিসন্ধি ও বদ উদ্দেশ্য হতে মুক্ত নয় তাদের একটি ভুয়া মতামত–জিও সেন্ট্রিজম অনুযায়ী সূর্য উদিত হওয়ার কোনো সুযোগ নাই।

সত্যিই, এন. কপার্নিকাসের ( ১৯ ফ্রেবৃয়ারী, ১৪৭৩– ২৪ মে, ১৫৪৩) পূর্বে কেউ সোলার সিস্টেম জানতো না যে এই সিস্টেমের কেন্দ্র হচ্ছে সূর্য, অতঃপর, পৃথিবী সমেত গ্রহগুলি সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরে। বরং, সকলেই ছিল জিও–সেন্ট্রিজিমের অর্থাৎ পৃথিবী স্থির, এবং সূর্য পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে এই প্রথাগত বিশ্বাস ও সত্যের পক্ষে। অতঃপর, সকল প্রথাগত বিশ্বাস এবং দৃশ্যমান সত্য সব সময়ে সত্য নয় বা এমনকি সত্য নয়। তাই, দুরভিসন্ধিমূলক রাজনৈতিক প্রচারণায় প্রথাগত বিশ্বাস ও দৃশ্যমান সত্য ছাড়া এটি কিছুই নয় যে ইউ এস এস আর ছিল একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। বস্তুত, ইউ এস এস আর ইহার ১৯১৮, ১৯২৪, ১৯৩৬ এবং ১৯৭৭ সালের সংবিধান অনুযায়ী ছিল একটি রাষ্ট্রিয় পুঁজিতন্ত্রী রাষ্ট্র।

অতঃপর,ইউ এস এস আরকে সমাজতান্ত্রিক বলে স্বীকার করার সুযোগ নাই একটি কমিউনিস্ট পার্টির।

কিন্তু, লেনিনবাদী পার্টিগুলো কেবল স্বীকার করছে না বরং লেনিন নিজে এবং লেনিনবাদী মোড়লরা ইউ এস এস আর সম্পর্কে বানোয়াটি কিন্তু ভুয়া ও অসত্য গল্প ছড়াচ্ছে ।

অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবা করতে শ্রমিক শ্রেণীকে বিভ্রান্ত করতে লেনিনবাদী পার্টিগুলো কেবল ইউ এস এস আর নয় বরং সমাজতন্ত্র সম্পর্কেও ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে মিথ্যা ও অসত্য গল্প ছড়িয়ে যাচ্ছে। তাই, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কেবল মিথ্যাবাদী নয় বরং সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কাজ করছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ২৩ )

কমিউনিস্ট ইস্তেহারে বর্ণিত আছে এই: "কমিউনিস্টরা তাদের অভিমত ও লক্ষ্য গোপন করাকে অসন্মানজনক মনে করে। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে তাদের অভিষ্ট অর্জিত হতে পারে কেবলমাত্র সমস্ত বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার বলপূর্বক পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে। একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবে শাসক শ্রেণীগুলোকে সন্ত্রস্ত হতে দাও।

প্রলেতারিয়েতের হারাবার কিছু নাই কেবল তাদের শৃংখল ছাড়া । জয় করার জন্য তাদের আছে একটা বিশ্ব।"

নিশ্চিতভাবে সত্য, সমস্ত বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার বলপূর্বক পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য অর্জনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ একটি কমিউনিস্ট পার্টির নাই।

কিন্তু, তাদের রাজনীতি সম্পর্কে মিথ্যা হতে মুক্ত নয় কোনো লেনিনবাদী পার্টি এবং উপরন্ত, তাদের মধ্যে কেহই উপরে বর্ণিত ঘোষণা যেমন: " তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে তাদের অভিষ্ট অর্জিত হতে পারে কেবলমাত্র সমস্ত বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার বলপূর্বক পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে। একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবে শাসক শ্রেণীগুলোকে সন্ত্রস্ত হতে দাও।" গ্রহণ বা স্বীকার করে না ।

অতঃপর, অনুরূপ লক্ষ্য অর্জনের জন্য লেনিনবাদী পার্টিগুলো কাজ করছে না। তাই, কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট বিপ্লবের বিরুদ্ধে কাজ করছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ২৪ )

আইন উদ্ভূত হয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে, এবং প্রভুদের দ্বারা সৃজিত তাদের পরজীবী স্বার্থ রক্ষা ও সেবা করার জন্য।

হাম্মুরাবীর কোড ( খ্রীষ্ট পূর্ব ১৭৭২ সাল ) হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম লিখিত আইন। সোলনের সংবিধান ( সোলন: খ্রীষ্ট পূর্ব ৬৩৮– খ্রীষ্ট পূর্ব ৫৫৮) গ্রীক রাষ্ট্র গঠনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

অতঃপর, আইনের শাসনের দ্বারা আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগ নিশ্চিত করতে আইন ও সংশ্লিস্ট সংস্থাগুলি আর কিছুই না বরং ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকদের শোষণের আইনানুগ অধিকার রক্ষা করার মাধ্যমে শাসক শ্রেণীর পরজীবী স্বার্থ রক্ষা ও সেবা করার জন্য অপরাপর শ্রেণীকে শাসন ও পীড়ন করার অস্ত্র ও হাতিয়ারাদি।

কিন্তু, যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকে, তখন শোষণ করার জন্য সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোনো মালিক নাই তাই, সেখানে কোনো শ্রেণী ও শ্রেণী স্বার্থ নাই, সুতরাং, সেখানে বিচার বিভাগ সহ আইন নিশ্চিতকারী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং আইনের কোনো উপযোগিতা নাই।

অতঃপর, একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অদৃশ্যায়নের দ্বারা আইন এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করার এবং আইন প্রয়োগ করার সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা অদৃশ্য হবে।

তাই, বিচার বিভাগ সমেত আইনের শাসন নিশ্চিত করার এবং আইন প্রয়োগ করার সকল সংস্থা এবং আইন অদৃশ্যায়ন নিশ্চিত করার জন্য কাজ করার একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

কিন্তু, লেনিনবাদী পার্টিগুলো আইনের শাসনের পক্ষে।

অতঃপর, আইনের শাসন নিশ্চিতিতে ও কার্যকরে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ও আইন বিলুপ্ত করতে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য কাজ করতে কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

কিন্তু, কমিউনিজম- যেখানে মিলন ও ভালোবাসা সমেত যেকোনো কিছু করতে সে পছন্দ করে তা বারিত করতে আইন দ্বারা কারো স্বাধীনতা সীমিত করা হয় না, দ্বারা পুঁজিতন্ত্র বিলোপ করতে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে কাজ করার একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

তাই, আইনের শাসনের রাজনীতি অনুশীলণ করার মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ রক্ষা ও তার সেবা করার জন্য লেনিনবাদী পার্টি কাজ করছে।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

**( ২৫ )**

সেক্স নয় বরং মানবজাতির মধ্যে বিভাজন, অসমতা ও বৈষম্যের কারণ হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সন্দেহ নাই, নারীরা যৌন পণ্য নয়, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তিওয়ালাদের বৈধ উত্তরাধিকারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষায় নানান বিধি-বিধান দ্বারা তাদের দেহকে শৃংখলিত করেছে প্রভু ও লর্ডরা তাই, বৈধ উত্তরাধিকার উৎপন্ন করতে নারীগণ তাদের স্বামীদের স্ত্রী হিসাবে পুনরুৎপাদন যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অতঃপর, প্রভুদের কর্তৃক ব্যক্তিগত সম্পত্তি পত্তনের কাল হতে নারীগণ কেবল পুরুষের বিনোদনের জন্য যৌন পণ্যই নয় বরং যৌন দাসী হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

পুঁজিতন্ত্রও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক। তাই, যৌন দাসী বিবেচনায় ধর্ষণ সহ নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ও যৌন হেনস্তা হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রেও তারা। যদিও মুক্ত ভালোবাসার একটি আন্দোলন প্রবাহমান তাই, এল জি বি টি অধিকার জাতিসংঘ কর্তৃকও স্বীকৃত। কিন্তু, যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকে, তাহলে বৈধ উত্তরাধিকারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষার কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না, তাই, নারী দেহকে শৃংখলিত করার মতো কোনো বিধি-বিধানের উপযোগিতা থাকে না। সুতরাং, প্রত্যেকেই ভালোবাসা ও মিলন সমেত যেকোনো কিছু করতে মুক্ত হবে। অতঃপর, প্রত্যেকের মুক্তির শর্ত হচ্ছে উত্তরাধিকারের অধিকার সমেত ব্যক্তিমালিকানা সমাপ্তি। সত্যি, যৌনতা সহ মানবজাতির মধ্যেকার সকল বিভাজন ও বৈষম্য মুক্ত একটি সমাজ হচ্ছে কমিউনিজম- যেখানে প্রত্যেকেই কেবলমাত্র মানব সত্ত্বা এবং প্রত্যেকের আছে স্বাধীনতা।

অতঃপর, হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি সমেত যেকোনো ধরণের হিংস্রতা ও যৌন হয়রানি হতে সমগ্র মানবজাতিকে মুক্ত করতে একটি কমিউনিস্ট সমাজের জন্য কাজ করার একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

কিন্তু, ইউনিফাইড পারিবারিক কোডের মাধ্যমে উত্তরাধিকারদের জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমান হিস্যা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন; এবং

রাজনৈতিক ক্ষমতা দ্বারা তথাকথিত নারী মুক্তির জন্য কাজ করছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো। সন্দেহাতীতভাবে, অমনটা করার জন্য এমন ক্ষমতায়নের নীতি আর কিছুই নয় বরং ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষায় দুনিয়ার মজুরি দাসদের সেক্সের ভিত্তিতেও বিভক্তকরণে এক বদ-উদ্দেশ্যজাত মন্দ প্রচেষ্টা। সত্যি, লেনিনবাদী নেতারা এমনকি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, মজুরি দাসদের শ্রম শক্তি ছাড়া বিক্রি করার আর কিছু নাই, সুতরাং ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের সম হিস্যার বাজে ধরণের ইউনিফাইড পারিবারিক কোডের দ্বারা কোনো মজুরি দাস ক্ষমতায়িত হবে না; কারণ তাদের কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই।

বিপরীতে, নারীর দাসত্বের কারণ হচ্ছে উত্তারাধিকার সমেত ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তাই, উত্তরাধিকার সমেত ব্যক্তিগত সম্পত্তির অদৃশ্যায়ন ছাড়া নারী মুক্তি অর্জন করার আর কোনো হেতুবাদ নাই। সুতরাং,স্বামীর সম্পত্তি বিবেচনায় স্ত্রীদের তাদের বর্বর স্বামীদের দ্বারাও ধর্ষণ সমেত যেকোনো বিছু করার যৌন দাসত্ব চলমান রাখতে অমন ফালতু ইউনিফাইড পারিবারিক কোড আর কিছুই না বরং এক হীন প্রচেষ্টা।

উল্লেখ্য, পণ্যের ২টি উপাদানের একটি নয়তো সেক্স না জাতীয়তা বা দেশ কিন্তু শ্রম। অতঃপর, একটি পণ্যের দাম শ্রম ছাড়া কিছুই না, তবে শ্রম শক্তির ক্রেতা শ্রম শক্তির জন্য পরিশোধ করে মজুরি। তাই, শ্রম শক্তির ক্রেতা কর্তৃক মজুরি দাস সমগ্রভাবে শোষিত। তাই, সেক্স বা বর্ণ বা জাতীয়তা বা মতবাদ বা ধর্ম ইত্যাদিতে শ্রমিকের অমন ভুয়া পরিচিতি দ্বারা শোষণের দুর্ভোগ হতে পরিত্রাণ লাভের কোনো সুযোগ নাই। কিন্তু, যদি মজুরি পরিশোধের মাধ্যমে মজুরি দাসদের শ্রম শক্তি ক্রয় করার মাধ্যমে শোষণ করে পুঁজি পুঞ্জিভূতকরণে পণ্য উৎপাদন করার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সেক্স সমেত কোনো দাসত্ব সেখানে নাই। অতঃপর, সকলের মুক্তির শর্ত হচ্ছে দুনিয়ার মজুরি দাসদের ঐক্যবদ্ধ বলপূর্বক ক্রিয়া দ্বারা মজুরি দাসত্বের অবসান। উপরন্ত, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বর্ণিত হয়েছে এই: " বুর্জোয়া পরিবার অন্তর্হিত হবে যখন ইহার পূরক অন্তর্হিত হবে, এবং পুঁজির অন্তর্ধানের সহিত উভয়ই অন্তর্হিত হবে।"

অতঃপর, পরিবার নয় বরং সমাজতান্ত্রিক সমাজের সর্ব নিম্ন ইউনিট হচ্ছে ব্যক্তি, তাই, নারীর তথাকথিত ক্ষমতায়নে কোনো ধরণের পারিবারিক কোড সমাজতন্ত্রে আবশ্যক নয়, বরং পুঁজির অদৃশ্যায়নের মাধ্যমে পরিবার অদৃশ্যায়নের দ্বারা পরিবারের জন্য ব্যক্তিগত মালিকানা হতে উদ্ভূত সকল রকম কোড,বিধি-বিধান, রেগুলেশন ইত্যাদি অদৃশ্য হবে।

কিন্তু,লেনিনবাদী পার্টিগুলো হচ্ছে অমন ধরণের ইউনিফাইড পারিবারিক কোড দ্বারা তথাকথিত পবিত্র পরিবারের পক্ষে । অতঃপর, মধ্যযুগীয় প্রভুদের ইতর ধারণা সমেত ধর্ষণ সহ নারীর বিরুদ্ধে সকল হিংস্রতা হতে সমাজকে মুক্ত করতে পরিবার অদৃশ্যকরণে কাজ করছে না লেনিনবাদী পার্টিগুলো। তাই, লেনিনবাদী পার্টিগুলো কমিউনিজমের জন্য কাজ করছে না।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ২৬ )

বল পূর্বক জীবনের সমাপ্তি হচ্ছে একটি বর্বর তবে অমানবিক ক্রিয়া- হত্যা, উদ্ভূত হয়েছে ব্যক্তিমালিকানা হতে। কিন্তু, যদি ব্যক্তি মালিকানা না থাকে তাহলে হত্যা সমেত এ ধরণের কোনো বর্বরতা থাকবে না। সত্যি, হত্যা, ধর্ষণ সমেত সকল ধরণের অমানবিক বিষয়াদি হতে মুক্ত একটি সমাজ হচ্ছে কমিউনিজম। অতঃপর, অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ইত্যাদির সমাপ্তি দ্বারা প্রত্যেকের একটি ভালোবাসাময় জীবনের জন্য প্রত্যেকের ভালোবাসার জন্য ভালোবাসার একটি বন্ধুত্বপূর্ণ এবং ভালোবাসাময় সমাজ হচ্ছে কমিউনিজম।

সুতরাং, সকলের জন্য মুক্ত ভালোবাসার নিমিত্তে কমিউনিজমের জন্য কাজ করতে একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। অতঃপর, সকলের ভালোবাসাময় জীবনের জন্য ভালোবাসার জন্য ভালোবাসার নিমিত্তে ভালোবাসাময় বন্ধুদের একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। তাই,একটি কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে হত্যা সমেত সকল ধরণের বর্বরতার বিরুদ্ধে।´

কিন্তু, হত্যা এবং ধর্ষণ সমেত নিপীড়ন, নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার জন্য সকল হাতিয়ারাদি সহ একটি লেনিনবাদী রাষ্ট্রের জন্য কাজ করছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো। অতঃপর, লেনিনবাদী পার্টিগুলো হচ্ছে হত্যাকারীদের পার্টিও। লেনিন, ট্রটস্কি, স্তালিন, মাও, কিম, হো-চি, পলপট, হোক্সা প্রমূখ লেনিনবাদী মোড়লরা ইতিহাসের কুখ্যাত হত্যাকারী ছিল। তাদের মধ্যে হত্যা এবং বর্বরতা ইত্যাদিতে চ্যাম্পিয়ন ছিল স্তালিন, এবং প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে মাও ছিল খুবই নিষ্ঠুর এমনকি টারগেটকৃত ব্যক্তিটি যদি তার দীর্ঘদিনের নিকটতম সহকর্মীও হয়। তাই, পুঁজিতন্ত্রী সমাজকে রক্ষা করতে কমিউনিস্ট সোসাইটির বিরুদ্ধে কাজ করছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ২৭ )

মজুরি দাসত্বের সমাপ্তি হচ্ছে কমিউনিজম। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বর্ণিত হয়েছে এই: "যখন কোনোভাবেই আর পুঁজি নাই, তখন কোনোভাবেই কোনো মজুরি শ্রম থাকতে পারে না।" তাই, বেচা-কেনা মুক্ত তথা মজুরি শ্রম মুক্ত একটি সমাজ হচ্ছে কমিউনিস্ট সমাজ।

সুতরাং, কমিউনিজমের জন্য পুঁজির সমাপ্তি সাধনের মাধ্যমে বেচা-কেনা সমাপ্তি সাধনের মাধ্যমে মজুরি শ্রমকে সমাপ্তকরণে কাজ করার একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

কিন্তু, লেনিনবাদী পার্টিগুলো মজুরি শ্রমের বিরুদ্ধে নয়। লেনিনের ইউ এস এস আরে মজুরি শ্রম ও মজুরি দাসত্ব ছিল; এমনকি অন্য দেশের তুলনায় তার রাষ্ট্রের মজুরি দাসদেরকে খারাপ শ্রমিক হিসাবে চিহ্নিত করতেও লেনিন লজ্জা বোধ করেনি। যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় তার রাষ্ট্রে শোষণের হার ছিল বেশী। লেনিনবাদী পার্টিগুলো

হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মালিকানার মাধ্যমে নিরংকুশ স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতার দ্বারা শ্রম বাজার নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে উচ্চ হারে মজুরি শ্রম শোষণ করার মাধ্যমে পুঁজি উৎপন্নে পণ্য উৎপাদনের জন্য উৎপাদনের হাতিয়ারাদির রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্রিয় পুঁজিতন্ত্রের পক্ষে।

অতঃপর, রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে মজুরি দাসত্ব সংরক্ষা করার দ্বারা পুঁজিতন্ত্রকে সংরক্ষণ করতে রাষ্ট্রিয় পুঁজিতন্ত্রের জন্য কাজ করছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো। তাই, মজুরি শ্রমিকের শ্রম শক্তি ক্রয় করার মাধ্যমে লেনিনবাদী রাষ্ট্রের নির্বাহীগণ, অধিকর্তাগণ, রাজনৈতিক মোড়লগণ হচ্ছে শোষক ও সুবিধাভোগী।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

**( ২৮ )**

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বর্ণিত হয়েছে এই: " এই অর্থে কমিউনিস্টদের তত্ত্ব সার সংক্ষেপিত হতে পারে একটি বাক্যে: ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন।"

অতঃপর, উপরোক্ত উদ্ধৃতি হতে এটা পরিস্কার যে কমিউনিস্ট সমাজ হতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলীন হবে। তাই, কমিউনিস্ট বিপ্লব দ্বারা জমির ব্যক্তিগত মালিকানা বিলীন হবে। তদানুযায়ী, কমিউনিজমে উৎপাদনের উপায় হিসাবে ভূমি পৃথিবীর সকলের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হবে।

সুতরাং, কমিউনিজমের জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধনের জন্য কাজ করার একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

কিন্তু,লেনিনবাদী পার্টিগুলো তথাকথিত ভূমি সংস্কারের দ্বারা দৃশ্যমান মুক্ত মানুষকে ভূমির ব্যক্তিমালিকানার শৃংখলে বন্দী করার পক্ষে যা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধনে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বর্ণিত উপরোক্ত বিবৃতিকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করে পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতির সেবা করতে লেনিন তার ১৯১৭ সালে ভূমি ড্রিক্রি জারী করেছিল।সত্যি, ব্যক্তি মালিকানা দ্বারা শ্রমিকদেরকে বিভ্রান্ত, প্ররোচিত ও বিভক্তকরণে ভূমি সংস্কারের অমন নীতি খুবই কার্যকরী ছিল, তদানুযায়ী ব্যক্তিগত সম্পত্তি দ্বারা উত্তম জীবন যাপনের ভুয়া ও বাজে প্রত্যাশা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বাড়াতে ও বিস্তৃতি সাধনে ইহা ছিল খুবই সহায়ক ও কার্যকরী, কিন্তু এমন আশা হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর জন্য সুইসাইডাল।

তদানুযায়ী, এমন ভূমি সংস্কার নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি মোহ বাড়ানোর অমন উদ্দেশ্য হতে লেনিনবাদী পার্টিগুলো মুক্ত নয়, উপরন্ত, আধুনিক শিল্প শ্রমিক হতে কৃষি মাঠের শ্রমিকদেরকে আলাদা করতে অমন নীতি খুবই কার্যকরী। সুতরাং, পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের পক্ষে ভূমি সংস্কারের অমন আজে-বাজে পুঁজিতন্ত্রী নীতি খুবই সহায়ক। অতঃপর, লেনিনবাদী পার্টিগুলো ভূমি সংস্কারের অমন নীতি অনুসরণ ও প্রয়োগ করার মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থে কাজ করছে । তাই, লেনিনবাদী পার্টিগুলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধনের মাধ্যমে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে না ।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ২৯ )

পানি, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ তাই, এগুলো হচ্ছে পণ্যের দুটি উপাদানের একটি। কিন্তু, যদি কোনো পণ্য না থাকে তবে সেখানে কোনো ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রিয় মালিকানা নাই। সুতরাং, সকলের সাধারণ মালিকানার ভিত্তিতে পানি সমেত প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ সকলের ব্যবহারযোগ্য বিষয়।

অতঃপর, সাধারণ মালিকানা দ্বারা উৎপাদনের উপায়ের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা বিলোপনে কাজ করার একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি, তদানুযায়ী, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা হতে মুক্ত হবে প্রাকৃতিক সম্পদ।

কিন্তু, লেনিনবাদী পার্টিগুলো একই রকম উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে না। বরং, পানি, তেল ইত্যাদি সহ প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রিয় মালিকানার মাধ্যমে তথাকথিত জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কাজ করছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো। এমন কি, পানি ভাগাভাগি বিষয়ে তারা জাতিসংঘের প্রস্তাবাবলী ও আইনসমূহ সমর্থন ও রক্ষা করছে।

সন্দেহ নাই, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে নয়, বরং বৈশ্বিকভাবে পুঁজিতান্ত্রিক স্বার্থ সংরক্ষা ও সেবা করার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ীরা একটি সংগঠন হিসাবে জাতি সংঘ প্রতিষ্ঠা করে।

অতঃপর, লেনিনবাদী পার্টিগুলো পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থে কাজ করছে। তাই, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে তদানুযায়ী কমিউনিস্ট বিপ্লবের বিরুদ্ধে কাজ করছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ৩০ )

কমিউনিজমের জন্য শর্ত হচ্ছে প্রতারণা, ভন্ডামি, দুর্নীতি ইত্যকার বাজে বিষয়াদির সমাপ্তি। নিশ্চয়ই, প্রত্যারক ও ভন্ড ব্যতিত আর কেউ, আইনত প্রাপ্য নয় এমন সুবিধা প্রাপ্তি এবং অতিরিক্ত উপকারিতা ও সুযোগ-সুবিধা লাভে কোনো দলিলাদি বিকৃতি করতে পারে না। কিন্তু,পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবা করতে সি পি এস ইউ তার লেনিনবাদী দুস্কর্মকে কমিউনিস্ট কাজ হিসাবে সঠিক প্রতিপন্নে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে কাপিটাল, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো ইত্যাদি সমেত মার্কস এবং এ্যাংগেলসের লেখা বিকৃত করেছে। এমনকি, একই কারণে মূলটিকে বিকৃতকরণের মাধ্যমে সি পি আই ( এম) একটি ভুয়া কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বানিয়েছে।

কিন্তু, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে উদ্ভূত সকল ধরণের বিকৃতিকরণ, দুর্নীতি, প্রতারণা, জাল-জালিয়াতি, ভেজাল ইত্যকার বিষয়াদির সমাপ্তি সাধনে কাজ করার একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

সুতরাং, কমিউনিজমের জন্য উপরে বর্ণিত বিষয়াদি সমেত পুঁজিতন্ত্রী সকল আবর্জনার সমাপ্তি সাধনে এসব বিষয়ের বিরুদ্ধে হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

কিন্তু, সি পি এস ইউ হতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মার্কস এবং এ্যাংগেলসের বিকৃতকৃত লেখা সমূহের দূষিত ভাষ্য ছড়িয়ে যাচ্ছে লেনিননবাদী পার্টিগুলো। অতঃপর, দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে বিভ্রান্তকরণের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবা করতে কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট বিপ্লব, কমিউনিজম, কৃষক, মজুরি দাস, মজুরি দাসত্ব, মজুরি, শোষণ, পুঁজিতন্ত্রী বিরোধ, পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণী, পুঁজিতন্ত্রী সমাজ, পুঁজি ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে ভুল প্রভাব, ভুয়া বোধ এবং ভুল ধারণা সৃষ্টি ও ছড়াতে কাজ করে যাচ্ছে লেনিননবাদী পার্টিগুলো। তাই, লেনিননবাদী পার্টিগুলো মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রকে রক্ষা করতে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে কাজ করছে।

সুতরাং, কোনো লেনিননবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ৩১ )

কমিউনিজমের জন্য পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থ বিরোধী ক্রিয়ার ভবিষ্যত গতি নির্ধারণে ঐতিহাসিক সত্যাদি গ্রহণ করতে ইতিহাসকে গ্রাহ্য ও জানার জন্য কাজ করার একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

অতীতের একটি ঘটনার প্রকৃত বিবরণ হচ্ছে ইতিহাস। অতঃপর, বিশ্বাস করার একটি গল্প নয় বরং অতীত জানতে একটি প্রকৃত বিবরণ হচ্ছে ইতিহাস। তাই, সুনির্দিষ্ট শর্ত ও অবস্থার হেতুবাদে আগেকার সমাজের বর্তমান সমাজে উদ্ভূত হওয়ার কারণ এবং ঐতিহাসিক পরিণতি সহ বর্তমান সমাজ বুঝার জন্য ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং, সমাজ পরিবর্তনের ঐতিহাসিক কোড ব্যবহার করে ভবিষ্যত সম্পর্কে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত টানার জন্য ইতিহাসকে বিবেচনা করতে ইতিহাস হচ্ছে ইতিহাস।

ঐতিহাসিক সত্য এই যে ৫৫০০ বছর পূর্বে শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ছিল না যদিও মানব জাতির বয়স ২,০০০,০০০ বছরের কম নয়। দলিলপত্র দেখায় যে, শ্রেণী বিভক্ত সমাজ শ্রেণী সংগ্রাম হতে মুক্ত নয়। অতঃপর, কোনো শ্রেণী বিভক্ত সমাজ স্থায়ী নয় বরং কার্ল মার্কস কর্তৃক আবিস্কৃত সমাজ পরিবর্তনের কোড অনুযায়ী পরিবর্তনশীল।

সমাজের কোড আর কিছুই না বরং উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিকানা দ্বারা উৎপাদনের নতুন হতে নতুনতরো হাতিয়ারাদির সামঞ্জস্যতার জন্য একটি নতুন সমাজ যা উৎপাদনের অমন নতুন হাতিয়ারাদির নিখুঁত ও উপযুক্ত ব্যবহারের যোগ্য ও উপযুক্ত তার জন্য বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে উৎপাদনের নতুন হাতিয়ারাদির বিদ্রোহ।

অতঃপর, শ্রেণী বিভক্ত সমাজসমূহে শাসক ও শাসিত শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ ছিল। তাই, উৎপাদনের নতুন উপায়াদির যথাযথ ব্যবহারের জন্য পুরোনোর বিরুদ্ধে এবং নতুন সামাজিক শৃংখলার পক্ষে শ্রেণী বিরোধ ও শ্রেণী সংগ্রাম ছিল। সুতরাং, শ্রেণী

বিভক্ত সমাজের পরিবর্তন আর কিছুই না বরং শ্রেণী বিরোধ ও শ্রেণী সংগ্রামের ফলাফল।

অতঃপর, খুবই যথার্থভাবে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বর্ণিত হয়েছে এই: " এ যাবৎ বিদ্যমান সকল সমাজের ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।"

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক একটি শ্রেণী বিভক্ত সমাজ অতঃপর, সেখানে বৈরীতা আছে সুতরাং, সেখানে শ্রেণী বিরোধ ও শ্রেণী সংগ্রাম আছে। অতঃপর, শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক এমন শ্রেণী সংগ্রামের ফলাফল হচ্ছে একটি শ্রেণীহীন সমাজ–কমিউনিজম দ্বারা পুঁজিতন্ত্রের সমাপ্তি।

বাজারে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে পুঁজির পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালন দ্বারা ইহাকে সংরক্ষা ও পুঞ্জীভূতকরণের শর্ত ও অবস্থা দ্বারা উৎপাদনের নতুন হতে নতুনতরো উপায়াদি উৎপন্ন করা ব্যতিত পুঁজিপতি শ্রেণী টিকতে পারে না।

কিন্তু, উৎপাদনের অমন নতুনতরো হাতিয়ারাদি সৃষ্টির ফলাফল আর কিছুই না বরং অধিক এবং অধিক উৎপাদন অর্থাৎ অতি উৎপাদন। অতঃপর, অতি উৎপাদনের ফল হচ্ছে মজুত অর্থাৎ মন্দা, অতঃপর, সেখানে সঞ্চালনের সমস্যা ও বিশৃংখলা। কিন্তু, পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষার ২টি শর্তের একটি হচ্ছে সঞ্চালন। অতঃপর, মন্দার ফলাফল হচ্ছে –যুদ্ধ, দাংগা, রাষ্ট্রের নিপীড়নমূলক কার্যাদির প্রসারিত হওয়া এবং প্রসারমান: ধ্বংসযজ্ঞ ও বাড়ী হীনতা; বেকারত্ব ও চাকুরীচ্যুতির হার; মূল্য, শ্রম অস্থিরতা, কতিপয় পুঁজিপতির দেউলিয়া হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি সমেত বহু কিছু।

তাই, মন্দা কিছুই না বরং পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে উৎপাদনের উপায়াদির বিদ্রোহ। তদানুযায়ী. প্রতিটি মন্দার পরে, পুঁজির অস্তিত্বের শর্ত উপেক্ষা করার মাধ্যমে এমনকি সম্মত কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যক্তিগত মালিকানার কিয়দাংশ সমর্পন করার মাধ্যমে পুঁজিপতিদের উৎপাদনের উপায়াদি ব্যবহারের স্বাধীন সামর্থ ও ক্ষমতা হারানোর দ্বারা উৎপাদনকে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য পুঁজিপতিদের মধ্যকার চূড়ান্ত একটি চুক্তি। এমনকি রাষ্ট্রের স্বাধীন সামর্থ ও ক্ষমতা হারিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণীর সর্বশেষ সৃষ্টিগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে আই এম এফ।

নিশ্চিতভাবেই নিশ্চিত, পুনঃপুন মন্দার পরিণতি হচ্ছে –পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থে পুঁজিতন্ত্র কর্তৃক উৎপাদিত তবে সামাজিক শ্রমে উৎপন্ন উৎপাদনের নতুন ও নতুনতরো হাতিয়ারাদির উপযুক্ত, যোগ্য ও যথাযথ ব্যবহারের জন্য পুঁজিতন্ত্রী ব্যক্তিগত মালিকানার অদৃশ্যায়নের দ্বারা উৎপাদনের উপায়সমূহের সামাজিকীকরণ।

সৃতরাং, সামাজিকভাবে উৎপন্ন উৎপাদন উপায়াদির যোগ্য ও যথাযথ মালিকানা হচ্ছে সামাজিক। সুতরাং, বিদ্যমান পুঁজিতন্ত্রী সামাজিক সম্পর্ক এবং উৎপাদনের নতুন হতে নতুনতরো উপায়াদির বিরোধের দ্বারা উৎপাদনের উপায়াদির ব্যক্তিগত মালিকানা তিরোহীত হওয়ার মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ তিরোহীত হবে।

দেশ বা জাতি নয় বরং মূল্য অতঃপর, উদ্বৃত্ত–মূল্য অর্থাৎ পণ্যের অপরিশোধিত অংশ বা অপরিশোধিত শ্রম– পুঁজি উৎপন্নে মজুরি দাসদের উৎপাদক হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণী।

অতঃপর, সামগ্রীকভাবে পুঁজিপতি শ্রেণী হচ্ছে শোষক, এবং শ্রমিক শ্রেণী হচ্ছে শোষিত। তাই, শ্রমিক শ্রেণী ও পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যে বৈরীতা। সুতরাং, এরূপ বৈরীতার সমাধান আর কিছুই নয় বরং একটি শোষণমুক্ত সমাজ দ্বারা শোষণের সমাপ্তি সাধনের মাধ্যমে ব্যাক্তিমালিকানা বিনাশের দ্বারা পণ্য উৎপাদনের সমাপ্তি সাধন, এবং ঐ সমাজটি হচ্ছে কমিউনিজম। অতঃপর, এরূপ বৈরীতার ফলাফল হচ্ছে শ্রেণী ও শ্রেণী স্বার্থের তদানুযায়ী শ্রেণী শাসনের অবসান- কমিউনিজম।

সত্যি, মজুরি দাসদের কোনো জন্মভূমি বা মাতৃভূমি বা পিতৃভূমি নাই, তাই তাদের কোনো দেশ নাই, কিন্তু, তাদের সম্মিলিত বলপূর্বক ক্রিয়া দ্বারা পুঁজি ও পণ্যকে বিনাশিত করার মাধ্যমে তাদের শৃংখল হারিয়ে জয় করার জন্য তাদের আছে একটি পৃথিবী।

উপরন্ত, একজন শ্রমিকের কোনো জাতির সভ্য হওয়ার কোনো হেতুবাদ নাই কারণ, শ্রমিকদের কোনো জাতি নাই, বরং শ্রম শক্তির বিক্রেতা হিসাবে শ্রম বাজারের শর্তাধীন হচ্ছে একজন মজুরি দাস, অতঃপর, বেঁচে থাকার জন্য মজুরি দাসেরা তাদের পণ্য-শ্রম শক্তি বিক্রি করতে দুনিয়ার যেখানেই বাজার পায় সেখানে যাতায়ত হতে মুক্ত নয়। তাই, শ্রমিকের জাতীয়তার কোনো দরকার নাই বরং বৈশ্বিকভাবে পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে দুনিয়ার শ্রমিকদের ঐক্যের বিরুদ্ধে হচ্ছে জাতীয়তা। সন্দেহাতীতভাবে, জাতীয়তা সমেত সকল সংকীর্ণ পরিচিতি হতে মুক্ত হবে মানব জাতি অতঃপর, শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক অর্জিত কমিউনিজমে মানবিকতার পরিপূর্ণ ধারণা সহ মানব জাতির প্রতিটি সদস্য কেবলমাত্র মানুষ।

অতঃপর, খুবই যথার্থভাবে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বর্ণিত হয়েছে যে- " বুর্জোয়াদের বিকাশে, বাণিজ্যের স্বাধীনতায়, বিশ্ব বাজারে, উৎপাদন পদ্ধতির সমরূপতায় এবং জীবনের অবস্থাবলীর সহিত সংগতিপূর্ণভাবে অধিক হতে অধিকতরভাবে প্রতিনিয়তই জনগণের মধ্যেকার জাতিগত পার্থক্য ও বৈরীতা অদৃশ্য হচ্ছে। প্রলেতারিয়েতের আধিপত্য তাদের আরো দ্রুত অদৃশ্য হওয়ার কারণ হবে।"

সুতরাং, ইহা খুবই পরিস্কার যে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক জাতীয়তা তিরোহীত হবে।

এই প্রেক্ষিতে এফ.এ্যাংগেলস কর্তৃক রচিত দি প্রিন্সিপাল অব কমিউনিজমে বর্ণিত হয়েছে যা এই: " -২২-বিদ্যমান জাতীয়তার প্রতি কমিউনিজমের দৃষ্টিভংগি কি হবে?

কমিউনিটির নীতি অনুসারে গঠিত জনসাধারণ সমিতিভুক্তির মাধ্যমে একে অপরের সাথে তাদের জাতীয়তা মিশ্রিতকরণে বাধ্য হবে, এই সমিতির ফলে এবং তদানুযায়ী তাদেরকে মিশিয়ে ফেললে, ঠিক বিভিন্ন ভূসম্পত্তি এবং শ্রেণী পার্থক্য, যাদের ভিত্তি- ব্যাক্তিগত সম্পত্তি বিলোপনের মাধ্যমে অবশ্যই বিলোপিত হবে।"

অতঃপর, উপরোক্ত বিবৃতির মাধ্যমে এটা খুবই পরিস্কার যে কমিউনিজমের বিজয়ের ফলে জাতীয়তাবাদ অদৃশ্য হবে।

তাই, তথাকথিত জাতীয় মুক্তির রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা শ্রমিক শ্রেণীর নাই। বরং, পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ সমেত মানবজাতির এ ধরণের সকল আজে-বাজে পরিচিতি অদৃশ্যায়নে শ্রমিক শ্রেণী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

অতঃপর, ইতিহাসের সত্যানুযায়ী শ্রমিক শ্রেণীর চূড়ান্ত শ্রেণী সংগ্রাম এবং উৎপাদনের উপায়াদির শেষ বিদ্রোহের সম্মিলন- এক অপরিহারযোগ্য কমিউনিস্ট বিপ্লব কর্তৃক কমিউনিজম দ্বারা পুঁজিতন্ত্রী সমাজ প্রতিস্থাপিত হবে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক এটাই হচ্ছে যৌক্তিক উপসংহার।

কিন্তু, সমাজ পরিবর্তনের কোডকে স্বীকার ও গ্রহণ না করার দ্বারা অর্থাৎ ইতিহাসের সত্যাদিকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করার মাধ্যমে মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রকে সংরক্ষণে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে জাতী ও দেশের দ্বারা দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে বিভক্ত ও বিভ্রান্তকরণের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রের স্বার্থের জন্য মজুরি দাসদের শোষণ করে পুঁজি পুঞ্জিভূবনের দ্বারা তথাকথিত জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের দ্বারা পিতৃ অথবা মাতৃ বা জন্মভূমি সংরক্ষা করতে এবং তথাকথিত জাতীয় স্বার্থের সেবা করতে লেনিননবাদী দলগুলো হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, দেশাত্মাকবাদ ও জাতীয় মুক্তির পক্ষে।

এমনকি, লেনিননবাদী পার্টিগুলো কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর বিবৃতিকে উপেক্ষা করতে কুণ্ঠিত হয়নি, এক্ষেত্রে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বিবৃতি হয়েছে যা এই:

" আমরা তখন দেখি: উৎপাদন ও বিনিময়ের উপায়সমূহ, যার ভিত্তি বুর্জোয়ারা নিজেই তৈরী করেছে তার উৎপত্তি হয়েছে সামন্ত সমাজে। উৎপাদন ও বিনিময়ের উপায়সমূহের বিকাশের একটা নিশ্চিত পর্যায়ে, যে শর্তাধীনে তা উৎপন্ন ও বিনিময় করছে সামন্ত সমাজ, কৃষি ও ম্যানেফ্যাকচারিং শিল্পের সামন্ত সংগঠন, এক কথায় ইতোমধ্যে বিকশিত উৎপাদন শক্তির সহিত সম্পত্তির সামন্ত সম্পর্ক আর সংগতিপূর্ণ ছিল না; তা বিস্ফোরিত হয়ে খন্ড-বিখন্ড হল।

তদস্থলে এগিয়ে এল অবাধ প্রতিযোগিতা, তদসংগে এতে অভিযোজিত হয়েছে একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক সংবিধান, এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ।

আমাদের চোখের সামনে অনুরূপ একটা গতিচাঞ্চল্য চলছে। উৎপাদন, বিনিময় এবং সম্পত্তির সহিত নিজের সম্পর্ক সমেত আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ জাদুবলে উৎপাদন ও বিনিময়ের এমন দানবীয় উপায় গড়ে তুলছে যে, তার দশা আজ সেই জাদুকরের মতো যে মন্ত্রবলে পাতালের শক্তি সমূহকে ডেকে হাজির করে আর সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। বিগত বহু দশক ধরে, শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাস হচ্ছে বুর্জোয়াদের অস্তিত্ব ও শাসনের শর্তাবলী-উৎপাদনের আধুনিক অবস্থার বিরুদ্ধে, সম্পত্তি সম্পর্কের বিরুদ্ধে আধুনিক উৎপাদন শক্তি সমূহের বিদ্রোহের ইতিহাস। বাণিজ্য সংকট যা নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফিরে এসে প্রতিবার পুরো বুর্জোয়া সমাজের

অস্তিত্বকে আরো বেশী মাত্রায় বিপন্ন করে তার উল্লেখই যথেষ্ট। এই সব সংকটে কেবলমাত্র বিদ্যমান উৎপন্নে নয়, বরং অতীতে সৃষ্ট উৎপাদন শক্তির একটা বিশাল অংশ পর্যাবৃত্তভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই সব সংকটে প্রাদুর্ভাব হয় এক মহামারির, আগেকার সকল যুগে যা এক উদ্ভটত্ব বলে মনে হতে পারতো– অতি উৎপাদনের মহামারি। হঠাৎ সমাজ নিজেকে আবিস্কার করেছে পেছনে নিপতিত ক্ষণিকের বর্বরতার এক অবস্থায়; এতে সমপুস্থিত হল যেমন একটা দুর্ভিক্ষ, ধ্বংসের এক বিশ্বজনীন যুদ্ধ, যাতে জীবন নির্বাহের প্রতিটি উপায়ের সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হল; মনে হচ্ছে শিল্প এবং বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে গেল। এবং কেন? কারণ– সেখানে অতি মাত্রায় সভ্যতা, অত্যাধুনিক জীবন নির্বাহের উপায়, অত্যাধিক শিল্প, অত্যাধিক বাণিজ্য। সমাজের নিয়ন্ত্রণাধীন উৎপাদন শক্তিগুলি আর কোনোমতেই বুর্জোয়া সম্পত্তির শর্তাবলীর আরো বিকাশে প্রবণতা সম্পন্ন নয়; বিপরীতে– যদ্বারা তারা শৃংখলিত ছিল সেসকল শর্তাবলীর চেয়ে তারা খুবই ক্ষমতাসম্পন্ন হয়েছে, এবং খুব দ্রুত সেসব শৃংখলকে তারা পরাভূত করলো, সমগ্র বুর্জোয়া সমাজে তারা বিশৃংখলা আনলো, বুর্জোয়া সম্পত্তির অস্তিত্ব বিপদাপন্ন করলো। বুর্জোয়া সমাজের অবস্থা খুবই সংকীর্ণ তাদের সৃষ্ট সম্পদ ধারণে। এবং বুর্জোয়ারা কিভাবে এই সব সংকট হতে রেহাই পায়? একদিকে উৎপাদন শক্তির এক বিশাল পরিমান ধ্বংস সাধন করে, অন্যদিকে নতুন বাজার বিজয়ের মাধ্যমে, এবং পুরোনোগুলোতে অধিকতর শোষণ চালিয়ে। অর্থাৎ বলা যায়, আরও ব্যাপক আরও ধ্বংসাত্মক সংকটের পথ প্রস্তুত করে, সংকট এড়াবার যা উপায় তাকে কমিয়ে ফেলে। ”

অতঃপর, উপরোক্ত বিবৃতি হতে এটি খুবই পরিস্কার যে পুঁজিতন্ত্রী সমাজের অপরিহার্য অবস্থা হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রী সামাজিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে উৎপাদন উপায়ের বিদ্রোহ, কারণ, পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর অস্তিত্ব সংরক্ষায় পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর দ্বারা উৎপন্ন উৎপাদনের নতুন হতে নতুনতরো উপায়সমুহ ব্যবহার করে পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক সৃষ্ট সম্পদ ধারণে বুর্জোয়া সমাজের অবস্থা খুবই সংকীর্ণ।

সুতরাং, পুঁজিতন্ত্রের অনুরূপ স্ব–বিরোধী অবস্থার কারণে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ তিরোহীত হবে।

কিন্তু, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো দ্বারা উপরে বর্ণিত ঘটনাবলী বিবেচনা ও গ্রাহ্য করে কাজ করতে রাজী নয় লেনিনবাদী পার্টিগুলো, বরং প্রিন্সিপাল অব কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বিবৃত বিবৃতির ভুল প্রমাণ বা কোনো প্রকার ব্যাখ্যা ব্যতিত তারা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোকে উপেক্ষা করে আসছে।

তাই, লেনিনবাদী পার্টিগুলো ইতিহাসের বিরুদ্ধে কাজ করছে, তদানুযায়ী, তারা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে কাজ করছে।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ৩২ )

ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকদের শোষণমূলক স্বার্থের জন্য পীড়ক কর্তৃক পীড়ন করতে শাসন করার কোনো রাজনীতি যেখানে নাই সেই নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিকদের মুক্তির জন্য মজুরি দাসত্বের অবসানে মজুরি দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করার মাধ্যমে শ্রমিকদের বলপূর্বক বৈশ্বিক ক্রিয়া দ্বারা পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীকে বাতাসে নিক্ষিপ্তকরণে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একতাবদ্ধকরণে তাদের নিজস্ব একটি পার্টি ব্যতিত রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের কোনো ধরণের রাজনৈতিক দল শ্রমিকদের দরকার নাই।

উল্লেখ্য,ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকদের স্বার্থ রক্ষা ও সেবা করতে পীড়তদের শাসন করতে প্রভুদের দ্বারা রাজনীতির সূচনা হয়েছিল তাই, জন্ম শর্তেই রাজনীতি হচ্ছে পীড়তদেরকে দমন করার জন্য অতঃপর, রাজনীতির সমাপ্তি হচ্ছে পীড়নের সমাপ্তি।

কমিউনিস্ট সমাজ- একটি নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার দ্বারা সমাজকে পীড়ন মুক্ত করতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপনের মাধ্যমে রাজনীতিকে বিলোপকরণে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধকরণে শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

কিন্তু, রাজনৈতিক দল সমেত রাজনীতির সমাপ্তি সাধনের একই লক্ষ্যে কাজ করছেন না কোনো লেনিনবাদী পার্টি। অতঃপর, লেনিনবাদী পার্টির নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের রাজনীতি দ্বারা পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবা করতে রাজনীতিকে সংরক্ষা করতে কাজ করছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো।

তাই, লেনিনবাদী পার্টিগুলো কমিউনিজমের বিরুদ্ধে কাজ করছে।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ৩৩ )

প্রাক-পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতিতে ফিরে যেতে পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করা আর কিছুই নয় বরং পুঁজিতন্ত্র কর্তৃক পরাজিত স্বয়ং-নির্ভর তবে খুবই দরিদ্র স্থানীয় অর্থনীতিতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা এক মন্দ প্রচেষ্টা, অতঃপর, অমন মন্দ প্রচেষ্টা আর কিছুই নয় বরং অতীতের গর্তে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টাকরণে এক ব্যর্থ প্রতিক্রিয়াশীল কাজ।

পুঁজিতন্ত্রী পদ্ধতি সমাপান্তে সামগ্রীকভাবে পুঁজিপতিশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই না করে পুঁজিপতি শ্রেণীর একটি সেকসনের বিরুদ্ধে লড়াটা আর কিছুই নয় বরং পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর আন্তঃবিরোধ তাই, অমন ধরণের লড়াই বৈপ্লবিক কর্ম নয়।

পুঁজিতন্ত্রী পদ্ধতির উৎপাদনকে তিরোহীতকরণে লড়াই না করে বরং কলোনিয়াল শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা আর কিছুই নয় বরং কালোনিয়াল শাসকদের দেশের পুঁজিপতিদের সহিত প্রতিযোগিতা, বিরোধ ও বৈরীতা পরিহার করে রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যবহার করে স্থানীয় পুঁজিপতিদের পুঁজির আয়তন বর্ধিতকরণের সংকীর্ণ স্বার্থে কলোনিয়াল শাসকদের পরাজিত করার মাধ্যমে স্থানীয়দের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে এক স্বার্থান্বেষী ক্রিয়া তাই, অমন লড়াই বিপ্লবী নয় বরং একটি প্রতিক্রিয়াশীল কর্ম।

অন্যদিকে, দুনিয়ার মজুরি দাসদের দ্বারা উৎপাদনের উপায়াদির সামাজিক মালিকানার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র কর্তৃক পুঁজিতন্ত্রী সমাজের প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে মজুরি দাসত্বের অবসানে যেকোনো লড়াই হচ্ছে বৈপ্লিবিক কর্ম।
সুতরাং, একটি কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে বিপ্লবী পার্টি।
কিন্তু, তাদের তথাকথিত জাতীয় মুক্তির রাজনীতি অনুসরণ করে কলোনিয়াল শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে কাজ করছে লেনিননবাদী পার্টিগুলো। তাই, পুঁজিতন্ত্রী সমাজের বিকাশ সাধনে এমনকি পরাজিত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পক্ষভুক্ত হচ্ছে লেনিননবাদী পার্টিগুলো। তাদের মুক্তির জন্য তাদের শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তাদেরকে যথাযথভাবে শনাক্তকরণে এমনকি শ্রমিকদের শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী পরিচিতি চিহ্নিতকরণে যথাযথভাবে চিন্তা করতে তাদের অক্ষমতা তৈরী করতে শ্রমিকদেরকে অবনমিতকরণে একটি কৃত্রিম আবহমন্ডল সৃষ্টি করার জন্য ইতিাহাস বিবেচনা করে ভুয়া গল্পের সমুদ্রে শ্রমিকদেরকে বিভক্তকরণে স্মৃতিকাতরতার আজে-বাজে বিষয়াদি ছড়াতে সকল ধরণের প্রতিক্রিয়াশীল তবে পরাজিত শক্তিসমূহকে জাতির রক্ষক বা মহান বীর হিসাবে চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে পরাজিত প্রতিক্রিয়াশীল লর্ড, রাজাদেরকে অনুসরণ, গ্রাহ্য ও পূঁজা করতে তাদের সম্পর্কে একধরণের ইতিবাচক অনুভূতি তৈরীতে তারা কাজ করে আসছে তদানুযায়ী, প্রকৃত শোষকদের চিহ্নিত নয় বরং জাতীয় বীরদের জাতীয় দর্প রূপ বানোয়াটি গল্পাদি দ্বারা আড়াল ও নিরাপদ করা হচ্ছে।
অতঃপর,একটি আধুনিক পুঁজিতন্ত্রী বিশ্ব সৃজনে বিপ্লবী পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক পরাজিত তবে তথাকথিত গৌরবান্বিত লর্ড, রাজা প্রমুখদের গৌরবান্বিতকরণের আগড়ম-বাগড়ম রাজনীতির দ্বারা শোষণমূলক পুঁজিতন্ত্রী পদ্ধতি বিনাশ ও সামগ্রীকভাবে পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নয় বরং প্রকৃত শোষকদের লুকাতে কাজ করছে লেনিননবাদী পার্টিগুলি।
কিন্তু, তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা বিষয়ে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বর্ণিত হয়েছে যা এই: " বুর্জোয়া বিকাশের প্রতিটি পদক্ষেপে ঐ শ্রেণীর সাদৃশ্যপূর্ণ রাজনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। সামন্ত প্রভুদের শাসনের অধীন এক নিপীড়িত শ্রেণী, মধ্য যুগীয় কমিউনের [ ৪] এক সশস্ত্র ও স্বয়ং শাসনের সমিতি: এখানে স্বাধীন শহুরে সাধারণতন্ত্র ( যেমন ইটালী এবং জার্মানী); সেখানে রাজতন্ত্রের করদাতা " তৃতীয় মন্ডলী" ( যেমন ফ্রান্স); অতঃপর, ম্যানিউফ্যাকচারিংকালে সামন্ত প্রভুদের প্রতিপক্ষ হয় প্রায় সামন্ত অথবা, নিরংকুশ রাজতন্ত্রকে সেবা করে এবং কার্যত, সাধারণভাবে বৃহৎ রাজতন্ত্রের ভিত্তি প্রস্তর- বুর্জোয়ারা আধুনিক শিল্প ও বিশ্ব বাজার প্রতিষ্ঠার কাল হতে একচেটিয়া রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের আন্দোলন করে শেষত নিজের জন্য করে আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র। আধুনিক রাষ্ট্রের নির্বাহী হচ্ছে সমগ্র বুর্জোয়াদের সাধারণ কাজকর্ম ব্যবস্থাপনার জন্য একটি কমিটি মাত্র।
ঐতিহাসিকভাবে, বুর্জোয়া শ্রেণী, খুবই বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছে। "

অতঃপর, উপরোক্ত বিবৃতি হতে এটা খুবই স্পষ্ট যে, আধুনিক শিল্প ও বিশ্ব বাজার দ্বারা সকল ধরণের প্রাক পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতিকে পরাজিতকরণে বিপ্লবী পুঁজিপতি শ্রেণী ' এক বিশেষ বিপ্লবী ভূমিকা' পালন করেছে। তাই, পুঁজিপতি শ্রেণীর উৎপন্ন- শ্রমিক শ্রেণী তাদের মুক্তির জন্য পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে, একটি পুঁজিতন্ত্রী বিশ্ব তৈরীকরণে পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক পরাজিত কোনো মোড়ল, রাজা বা লর্ড এর প্রতি কোনো সহানুভূতি বা গৌরব বোধ করার কোনো প্রয়োজন শ্রমিক শ্রেণীর নাই। সুতরাং, কোনো ধরণের তথাকথিত জাতীয় রাষ্ট্র তৈরী করার মাধ্যমে স্থানীয় পুঁজিপতিদের শোষণমূলক ক্ষমতা বাড়াতে স্থানীয় ও নেটিভ পুঁজিপতিদের সাহায্য ও সহযোগিতা করে পরাজিত শক্তিসমূহের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কলোনিয়াল শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করার কোনো প্রয়োজন শ্রমিক শ্রেণীর নাই।

সত্যি, পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থে বিরোধকারীদের কোনো পক্ষে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে হারানো ছাড়া শ্রমিক শ্রেণীর আর কোনো স্বার্থ নাই। তাই, অমন পুঁজিতন্ত্রী বিরোধে শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ আত্মঘাতি কর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়।

সুতরাং, সামগ্রীকভাবে পুঁজিতন্ত্রের সেবা করতে পরাজিত শক্তিসমূহের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সেই একই রাজনীতি করার কোনো সুযোগ শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি হিসাবে, একটি কমিউনিস্ট পার্টির নাই।

কিন্তু, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর উপরোল্লেখিত বিবৃতিকে উপেক্ষা করে তথাকথিত জাতীয় মুক্তির রাজনীতি অনুশীলণের মাধ্যমে পরাজিত শক্তিসমূহের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো। তাই, দেশাত্মবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং ঐতিহাসিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের গৌরবান্বিতকরণের আগড়ম-বাগড়ম রাজনীতি অনুশীলণের হেতুবাদে লেনিনবাদী পার্টিগুলো বিপ্লবী নয় বরং প্রতিক্রিয়াশীল পার্টি।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ৩৪ )

সাংগঠনিক অনুশীলণের জন্য কমিউনিস্ট নীতিমালা সহ একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। অতঃপর, কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যেকে সমভাবে মর্যাদাপূর্ণ এবং তদানুযায়ী কমিউনিস্ট পার্টিতে সকলের অধিকার ও দায়িত্ব একই রকম। তাই, কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে পার্টি সভ্যদের মধ্যে কোনো বৈষম্য ও অসমতা নাই। সুতরাং, একটি কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে সমানদের একটি পার্টি।

কিন্তু, সাংগঠনিক অনুশীলণের জন্য লেনিনবাদী পার্টিগুলোর নীতি- " গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতা" যা সংখ্যাল্পের মতামতের উপর সংখ্যাগুরুর বর্বর মতামতের আধিপত্য অর্জনে কেবলমাত্র পার্টি কর্তৃক স্বীকৃত নেতা ও " মহান" শিক্ষকের " মহান" শিক্ষাই নয় বরং " মহান" প্রভাব দ্বারা পার্টির মোড়লদের স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগের এক সুযোগ ছাড়া আর কিছুই নয় অতঃপর, পার্টির সকলের সম মর্যাদাকে অস্বীকার করার মাধ্যমে কতিপয়কে হেয় প্রতিপন্নকরণের মাধ্যমে পার্টি সভ্যদের মধ্যে অসমতা সৃষ্টি

করার এক কার্যকরী নীতি ছাড়া গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার অমন নীতি আর কিছুই না এবং তদানুযায়ী, ইহা সভ্যদের পার্টিতে মুক্তভাবে কাজ করার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে।
অতঃপর, আধিপত্য পরম্পরার ভিত্তিক অমন কমিউনিস্ট বিরোধী সাংগঠনিক নীতি অনুশীলণের দ্বারা স্বৈরতন্ত্র চর্চা করা হতে কোনো লেনিনবাদী পার্টি মুক্ত নয়। তাই, কোনো লেনিনবাদী পার্টি সমানদের পার্টি নয়।
সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ৩৫ )

ব্যক্তিগত সম্পত্তির তিরোধানের মাধ্যমে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, প্রথা, মতাদর্শ, মতবাদ, ধারণা, শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ইত্যাদি সমেত ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে সেবা ও সংরক্ষায় ব্যক্তিগত মালিকানা হতে উদ্ভূত পরিবার, আই এম এফ হতে পরিবার, অমন ধরণের সকল প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তিরোহীত হবে।
সুতরাং, সেই একই উদ্দেশ্য হাসিলে কাজ করার জন্য একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। তাই, অমন ধরণের সকল বাজে ধারণা, প্রথা, সংস্কৃতি, মতাদর্শ ইত্যাদি হতে কমিউনিস্ট পার্টি মুক্ত।
কিন্তু, লেনিনবাদী পার্টিগুলো অমন সকল বাজে প্রথা, সংস্কৃতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে নয় বরং ঐতিহ্যগত ধারণা, প্রথা, সংস্কৃতি ইত্যাদি অনুসরণের মাধ্যমে জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী সমেত বহু বিষয় তারা উদযাপন করে। এমন কি, তথাকথিত সন্মান, শ্রদ্ধা, অভিবাদন ইত্যাদি এবং প্রজাদের কর্তৃক পূঁজা করার মতো বিষয়াদি উপভোগ করতে ফারাও ডাইনেস্টির সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরী করতে লেনিনের মৃত দেহ সংরক্ষণে পিরামিড সংস্কৃতির পুনঃপ্রবর্তন করেন জে.স্তালিন। উল্লেখ্য, স্তালিন নিজেই তার জীবৎকালে পার্টির কেন্দ্রীয় অংগ দ্বারা অমন আজে-বাজে সন্মান ও অভিবাদন গ্রহণ করেছে।
কিন্তু, একটি জীবন্ত উপাদানের স্বয়ং-ক্রিয়ার সমাপ্তি হচ্ছে মৃত্যু। অতঃপর, কোনো কারণেই একটি মৃত দেহের ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া করার কোনো সুযোগ নাই। সন্দেহাতীতভাবে, মৃত দেহগুলো কোনোভাবেই কাউকে শুনা বা শ্রুত হওয়ার সীমার বাইরে। সুতরাং, একটা মৃত দেহের কারো সাথেই কিছু করার নাই। অতঃপর, অমন মৃত্যুবার্ষিকী পালনের কিছু নাই যার সূচনা করেছিল প্রভুগণ একটা ভুয়া ধারণা তৈরী করতে যে, দুনিয়ার কথিত স্রষ্টা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী- অদৃশ্য ক্ষমতাধরদের দ্বারা প্রভুগণ অনুগৃহীত ও ক্ষমতাবান হিসাবে অমর বলেই তারা তাদের পরিবার, রাজবংশ, প্রজা ও দাসদের কল্যাণের জন্য সেই একই কাজ করে যা তারা করেছিল তাদের জীবিত কালে তদানুযায়ী তাদের প্রজা, শিষ্য প্রমূখদের দেখ-ভাল করার জন্য তারা হচ্ছে জীবিত। অমন সংস্কৃতির জন্য বানোয়াটি তবে বদ উদ্দেশ্যজাত রাজনৈতিক মতবাদ হচ্ছে এই যে বেঁচে থাকার জন্য একমাত্র এবং সিংগেল ফ্যাক্টর হচ্ছে আত্মা- একটি এক ও সিংগেল অর্গান তবে অমন গুরুত্বপূর্ণ আত্মা হচ্ছে অমর।

কিন্তু, দুঃখিত রক্ত পাম্প করতে একটি হার্ট ছাড়া দেহে অমন ধরণের কোনো আত্মা নাই।

উল্লেখ্য, পদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ও স্পেনের রাজা ফিলিপের ব্যক্তিগত চিকিৎসক- ডা. এন্ডরেয়াস ভেসালিউস ( ১৫১৪-১৫৬৪ ) মানুষের এনাটমির নির্ভুল ও বিস্তারিত চিত্র প্রথম প্রকাশ করেন এবং তিনিই প্রথম দেখান যে হৃদয়ের ৪টি চেম্বার ও ফুসফুসের দুটি লুব আছে; এবং লিভার নয় যেমনটা আগে চিন্তা করা হতো বরং রক্তবাহী শিরা হৃদয়ে শুরু হয়। তাই, হৃদয়, যাকে একটি আত্মা-এক অমর জিনিষ হিসাবে শনাক্ত করেছিলেন প্রভুগণ তার গঠন কাঠামো ও ক্রিয়া ডা. এন্ডরেয়াসের আগে কেউ জানতো না। যদিও, একটি মাত্র পৃথিবী ও পৃথিবীর অপরাপর সকল সৃষ্টির দাবীকৃত স্রষ্টা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী হচ্ছে এক শত কোটি একশত জন। কিন্তু, তাদের কেউ পৃথিবীর ব্যস জানে না।

সত্যিই,দেহের ক্রিয়াদি নির্ধারণে কেবলমাত্র মস্তিষ্কটি চিন্তা করতে পারে, তাই, দেহের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হচ্ছে মস্তিষ্ক।

অন্যদিকে, এখনো নারী-পুরুষের যৌন মিলণের ফল বৈ কারো জন্মই আর কিছু নয়। সত্যিই, প্রতিটি নব জাতক ২৩ জোড়া ক্রোমোজমের সম্মিলন বৈ আর কিছুই নয় এবং তাদের উৎপাদনকারীদের প্রত্যেকের ২৩ টি করে ক্রোমোজম। তাই, সেখানে কোনো বিশেষত্ব নাই বরং জন্ম হচ্ছে একটি স্বাভাবিক ঘটনা। সুতরাং, কারো জন্মের অমন স্বাভাবিক ঘটনা দ্বারা কোনো গুরুত্ব হয় না বরং সকলেই জন্মগত শর্তে সমান এবং সকলেই বেঁচে থাকতে বিদ্যমান সমাজের নিশ্চিত কিছু শর্ত ও অবস্থাবলীর অধীন।

কিন্তু, দাবী অনুযায়ী প্রভু – লর্ডগণ ঐশ্বরিক ক্ষমতাধর তাই, তাদের ক্ষমতা ও অধিকারের দাবীকৃত উৎসের পক্ষে হত্যা ও মার্জনা করা সমেত যে কোনো কিছু করার সামর্থ তাদের আছে হিসাবে জন্মসূত্রে তাদের যাদুকরী ক্ষমতা বিষয়ে অমন ধরণের মেকি অনুভুতিগত প্রতিক্রিয়া তৈরী করতে তাদের দাস ও শিষ্যদেরকে সম্মোহিতকরণে তাদের জন্ম এবং তাদের জন্মের অর্থহীন গুরুত্ব বিষয়ে বহু বানোয়াটি ও ভুয়া গল্প ছড়িয়েছে।বস্তুত, তারা যা করেছিল এবং সেই একই রকম করার অমন ক্ষমতা আর কিছুই না বরং রাজনৈতিক ক্ষমতা।

অতঃপর, তাদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন সমেত নানান ঢংয়ে উদযাপনের মাধ্যমে প্রভু ও লর্ডদেরকে শুভেচ্ছা ও পূঁজা করতে তারা বহু আচার অনুষ্ঠানের প্রচলন করে। এই সকল পরজীবী প্রভু ও লর্ডদের উঁচুতে মান নির্ধারণ ও স্মরণীয়করণে প্রভুগণ বা প্রভুদের ও লর্ডদের শিষ্যগণ অথবা লর্ডদের নিকট হতে সুবিধাভোগীগণ তাদের জন্ম থেকে বছর গণনার শুরু করে বর্ষপঞ্জীসমূহ চালু করেছে। প্রভু ও লর্ডদের জন্মের গুরুত্ব গৌরবময় করতে অনেক বই ও মহাকাব্য বিদ্যমান এবং পুঁজিতন্ত্র হতে সৃষ্ট তবে দৈনন্দিন দুর্দশা ও দুর্ভোগ হতে পরিত্রাণ লাভের মাধ্যমে ভক্তগণের কল্যাণসাধণে প্রার্থণা বা ভিক্ষা মাঘার বহু স্থান আছে এখনো। প্রভু বা লর্ডদের জন্মের কারণে এখনো বহু স্থানকে পবিত্র স্থান হিসেবে গণ্য

করা হয়। তারা যেমন ডিভাইন রাইট হোল্ডার তেমনটা গণ্যে অন্যদেরকে শাসনে রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করার মতো  তবে বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার প্রাধিকারী, সুবিধাভোগী ও সুবিধাবাদী  প্রভু ও লর্ডদের জন্ম স্থান ও জন্ম দিনের উপর গুরুত্বারোপ করে বহু গান বিদ্যমান তাই, অন্যদের থেকে তারা কেবল ভিন্নই নয় বরং শিক্ষা দিতে, নেতৃত্ব দিতে, পথ প্রদর্শনে এবং আরো আরো অনেক কিছু করতে তারা হচ্ছে অসাধারণ। সুতরাং, পরিত্রাণ লাভে তাদের " দয়ালু" দৃষ্টি লাভে তাদের জন্ম বার্ষিকী উদযাপন করাটা হচ্ছে খুবই উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। খুবই আজব!

সত্যি, তথাকথিত মহান ব্যক্তি সম্পর্কে অমন বাজে ধারণাকে গ্রাহ্য ও অনুসরণ করে লেনিনবাদী মোড়ল স্তালিন নিম্নোক্ত গানটিকে ১৯৪৪ সালে ইউ এস এস আরের জাতীয় সংগীত হিসাবে চালু করেন যা এই:

" যদিচ অন্ধকার ও ঝড়-ঝঞ্জার দিনে মহান লেনিন আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন
আমাদের চোখ উপরে দেখছিল মুক্তির উজ্জ্বল সূর্য এবং জনগণের মাঝে বিশ্বস্ত আমাদের নেতা স্তালিন, আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে আমাদের দেশ গড়তে যা আমরা ভালোবাসি।" কি আজব!

স্তালিন কর্তৃক চালুকৃত ইউ এস এস আরের জাতীয় সংগীত হতে আরো অধিকতর জঘন্য হচ্ছে ডি পি আর কে'র জাতীয় সংগীত।

কিন্তু, কমিউনিস্ট ইশতেহারে বর্ণিত হয়েছে যে, " প্রথাগত ভাবগুলির সহিত একদম আমূল বিচ্ছেদ হচ্ছে কমিউনিস্ট বিপ্লব; আশ্চর্য নয় যে ইহার বিকাশ প্রথাগত ভাবগুলির সহিত একদম আমূল বিচ্ছেদে জড়িত।"

অতঃপর, একই রকম কাজ করার জন্য একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

কিন্তু, জন্ম বা মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন সমেত সকল ধরণের ঐতিহ্যবাহী প্রথা, সংস্কৃতির সহিত এ ধরণের আমূল বিচ্ছেদের জন্য কাজ করছে না লেনিনবাদী পার্টিগুলো। বরং, তাদের প্রভু লেনিন, মাও, হোচি, কিম প্রমুখের জন্ম এবং মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন সহ প্রভুদের সৃজিত বিষাক্ত সংস্কৃতি, প্রথাদি, ঐতিহ্য  ছড়াচ্ছে ও পরিপোষণ করে আসছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো।

অতঃপর, লেনিনবাদী পার্টিগুলো একটি কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মতো একই উদ্দেশ্যে কাজ কাজ করছে না। তাই, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

**( ৩৬ )**

রাষ্ট্র সমেত সকল ধরণের শ্রেণী হাতিয়ারাদি বিলীন করার মাধ্যমে পুঁজির বিলুপ্তি সাধন করে পণ্য উৎপাদনের সমাপ্তিতে মজুরি দাসত্বের বিলোপনের মাধ্যমে শোষণের অবসান করার মাধ্যমে শ্রেণী শাসন ও শ্রেণী মুক্ত একটি সমাজ হচ্ছে কমিউনিস্ট সমাজ।

একটি শ্রেণীহীন সমাজ–কমিউনিজম অর্জনে কাজ করার একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

লেনিন ও তার সহযোগীদের দ্বারা একটি সামরিক ক্যুয়ের মাধ্যমে বলশেভিক পার্টি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্র ইউ এস এস আরে নিশ্চিতভাবেই, পণ্য, পুঁজি, মজুরি দাসত্ব, শোষণ, বর্বরতা, হত্যা, শ্রেণী ও শ্রেণী হাতিয়ারাদি ইত্যাদি ছিল, যদিও তারা দাবী করেছিল যে এই রাষ্ট্র দ্বারা তারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। দলিলাদি প্রমাণ করে যে, লেনিনবাদী মোড়লদের নির্বাহী আদেশ, ডিক্রি, আইন এবং লেনিনবাদী রাজনীতি দ্বারা ইউ এস এস আরের সেনা শক্তি সমেত ইহার বিভিন্ন অস্ত্র ও হাতিয়াদি দ্বারা খুবই বর্বর ভাবে শ্রম বাজার নিয়ন্ত্রণ করার এক স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল ইউ এস এস আর।

কিন্তু, সকল লেনিনবাদী দলগুলো কবুল করছে এবং দাবী করে আসছে যে ইউ এস এস আর ছিল একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তদানুযায়ী, এটি হচ্ছে দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ। অতঃপর, এমন মিথ্যাচারের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবা করতে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে বিভ্রান্ত ও প্ররোচিতকরণে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে এমন দাবী এক ভুয়া ও বাজে রাজনৈতিক প্রচারণা ছাড়া কিছুই নয়। অতঃপর, সমাজতন্ত্র ও ইউ এস এস আর বিষয়েও লেনিনবাদী পার্টিগুলো মিথ্যাবাদী। তাই, ইউ এস এস আরের অনুগমনে একটি রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের রাষ্ট্র গঠনের জন্য অমন ভুয়া ও বাজে গাল–গল্প ছড়াতে কাজ করছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ৩৭ )

দুনিয়ার সকলের জন্য এবং সকলের দ্বারা সকলের একটি সমিতি সহ কমিউনিজম হচ্ছে একটি শ্রেণীহীন সমাজ।

কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বর্ণিত আছে যে " ইহার শ্রেণীগুলি ও শ্রেণী বৈরীতা সহ পুরনো বুর্জোয়া সমাজের স্থলে আমরা পাবো একটা সমিতি যাতে প্রত্যেকের স্বাধীন বিকাশের শর্ত হচ্ছে সকলের স্বাধীন বিকাশ।"

অতঃপর, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর উপরোক্ত উদ্বৃতি হতে এটি খুবই পরিস্কার যে, সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র নাই, বরং রাষ্ট্র ও শ্রেণী স্বার্থের অপরাপর সকল অস্ত্র ও উপাদান প্রতিস্থাপিত হবে সকলের একটি সমিতি দ্বারা যা হচ্ছে দুনিয়ার সকলের মুক্ত বিকাশের শর্ত।

অতঃপর, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে উদ্ভূত রাষ্ট্র, আই এম এফ ইত্যাদি সকল অস্ত্র ও উপাদান অদৃশ্যায়নের মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতিকে মুক্ত করতে একটি বিশ্ব সমিতি সহ একটি শ্রেণীহীন সমাজের জন্য কাজ করার একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

কিন্তু, রাষ্ট্রের বিলুপ্তিকরণে কিছুই না করে বরং, মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রকে রক্ষা করতে পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবা করতে বিশ্ব অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে আই এম এফের ৩ মূল প্রতিষ্ঠাকারীদের একজন হচ্ছে স্তালিন।

নিশ্চয়ই, শোষণের স্বার্থের নিমিত্তে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে উদ্ভুত আই এম এফ সমেত সকল প্রকার সংগঠন, প্রতিষ্ঠান অদৃশ্যায়নে কোনো লেনিনবাদী পার্টি কাজ করছে না। অতঃপর, শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে লেনিনবাদী পার্টিগুলোর অমন ধরণের রাজনীতি অনুশীলন করার মাধ্যমে পার্টিগলো শোষণমূলক স্বার্থ সংরক্ষা ও সেবা করার কাজ করছে। তাই, কমিউনিজম হাসিলে একটি কমিউনিস্ট পার্টির্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে লেনিনবাদী পার্টিগুলো কাজ করছে না।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ৩৮ )

সন্দেহ নাই, লেনিন ও অন্যান্যদের প্রতিষ্ঠিত পার্টি বলশেভিক পার্টি হচ্ছে সকল লেনিনবাদী দলের মূল।

১৯০৩ সালে রুশিয়ান স্যোসাল ডেমোক্রেটিক লেবর পার্টির ( আর এস ডি পি এল) দ্বিতীয় কংগ্রেসে এটির একটি ভগ্নাংশ হিসাবে গঠিত বলশেভিক পার্টি তার ৩০ দফা কর্মসূচি সমেত জন্মকালীন ঘোষণামূলে কমিউনিজমের জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদের দ্বারা একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে মজুরি দাসত্বের অবসানে দুনিয়ার শ্রমিকদেরেকে একত্রিতকরণের জন্য একটি কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না।

বলশেভিক পার্টির লেনিনীয় সাংগঠনিক নীতি– গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার সহিত মেনশেভিক পার্টির ভিন্নতা ছিল কিন্তু উভয়েরই ৩০ দফার সেই একই কর্মসূচি ছিল। সন্দেহাতীতভাবে, আর এস ডি পি এল'র ৩০ দফা কর্মসূচি, তদানুযায়ী বলশেভিক পার্টি কখনো সমাজতন্ত্রী নয় বরং ছিল পুঁজিতন্ত্রী একটি কর্মসূচি। কারণ, কমিউনিজমের জন্য পণ্য উৎপাদন সমাপ্ত করে শোষণের অবসান ঘটাতে মজুরি দাসত্বের অবসান ঘটানোর জন্য ওখানে একটি শব্দও ছিল না বরং সকল কর্মসূচি ছিল জারীয় শাসন প্রতিস্থাপন করে রাশিয়ায় পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন ব্যবস্থা বিকাশ ঘটিয়ে পুঁজিতন্ত্রের স্বার্থে মজুরি দাসদের শোষণ করে পুঁজির পরিমাণ বাড়ানোর। তাই, লেনিনবাদী পার্টিগুলো তাদের আদিমূলে কমিউনিস্ট নয় বরং পুঁজিতন্ত্রী পার্টি।

সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ৩৯ )

শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক শ্রেণী শাসনের সমাপ্তি সাধনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের উপযোগিতার সমাপ্তি সাধন করতে তদানুযায়ী রাজনীতির সমাপ্তি সাধনে কাজ করার একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।

অতঃপর, স্বীয় শর্তেই কমিউনিস্ট পার্টি বিলুপ্ত হবে।

কিন্তু, লেনিনবাদী পার্টিগুলোর নিজ নিজ ম্যানিফেস্টো বা গঠনতন্ত্রে তাদের বিলুপ্তির কোনো বিধান বা তেমন কোনো ঘোষণা নাই। তাই, লেনিনবাদী পার্টিগুলোকেও

বিলোপনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলের ভূমিকার সমাপ্তি সাধনের জন্য তারা কাজ করছে না।
সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ৪০ )

কমিউনিস্ট পার্টির জন্য কমিউনিস্ট ইস্তাহার রচনা করেছিলেন মার্কস এবং এ্যাংগেলস ১৮৪৭ সালে। অতঃপর, কমিউনিজমের নিমিত্তে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য কাজ করতে একটি কমিউনিস্ট পার্টির জন্য এটি হচ্ছে একটি বুনিয়াদি ও মৌলিক দলিল। কোনো সন্দেহ নাই, পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্য কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো হচ্ছে একটি মৃত্যু পরোয়ানা। সন্দেহাতীতভাবে, ইহার সকল সীমাবদ্ধতা সমেত এখনো এটি প্রাসংগিক ও কার্যকরী।
অতঃপর, কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর ভুল বা সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে তবে সাধারণভাবে এটিকে সমর্থন, নির্ভর ও সংরক্ষণ করার একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি।
কিন্তু, কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোকে এমনকি পুঁজিতন্ত্রের প্রশ্ন, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ বিকাশে পুঁজিপতি শ্রেণীর ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকা, প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণীর দুস্কর্ম, কমিউনিস্ট বিপ্লব, কমিউনিস্ট বিপ্লবের কারণ, অপ্রতিরোধ্য কমিউনিস্ট বিপ্লবের ফলাফল, পুঁজিতন্ত্রে প্রতিক্রিয়াশীল কৃষক সহ শ্রেণী সমূহের ভূমিকা ও ক্রিয়াকলাপ, পুঁজিতন্ত্রী সমাজ প্রতিস্থাপনে এককভাবে বিপ্লবী হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকা ইত্যকার বিষয়াদিকে উপেক্ষা করে রাজনীতি নির্ধারণ করে আসছে লেনিনবাদী পার্টিগুলো। যদিচ, শ্রমিক শ্রেণীকে প্রতারিত করতে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের গুরুত্বকে ব্যবহার করে পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবা করতে লেনিনবাদী পার্টিগুলো দাবী করে আসছে যে তারা ইস্তাহারের ভিত্তিতে কাজ করছে যা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভূয়া ও মিথ্যা। একই কারণে সি পি এস ইউ এবং সি পি আই ( এম) কমিউনিস্ট ইস্তাহারকে বিকৃত করেছে। তাই, কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোকেও উপেক্ষা , বিকৃতিসাধন ও ভুল ব্যাখ্যা করার মতো অপরাধসমূহ শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংঘটনের মাধ্যমে লেনিনবাদী পার্টিগুলো কমিউনিজমের জন্য কাজ করছে না ।
সুতরাং, কোনো লেনিনবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

( ৪১ )

দুনিয়ার শ্রমিকদের বল প্রয়োগকারী ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণীকে পরাভূত করে একটি সর্বাধুনিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবীর সকলের জন্য নিরবচ্ছিন্ন শান্তি সমেত একটি সর্বাধুনিক, আরাম দায়ক, ভালোবাসা ময় ও চির সবুজ জীবন নিশ্চিতকরণে শ্রমিক শ্রেণী হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির একক ও একমাত্র সর্বোত্তম ভরশা।
কিন্তু, দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর কোনো পার্টি নাই। বস্তুত , প্রথম আন্তর্জাতিকের পর হতে এমন ধরণের কোনো সংগঠন নাই। যদিও প্রথম আন্তর্জাতিকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের অংগীকারে গঠিত হয়েছিল ২য়

আন্তর্জাতিক। কিন্তু, ১৮৯৬ সালে অনুষ্ঠিত ইহার লন্ডন কংগ্রেসে তথাকথিত " জাতি সমূহের আত্মনিয়ন-অধিকারের" রাজনীতি গ্রহণের মাধ্যমে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অফিসিয়াল নেতারা ইহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে। তদানুযায়ী, উক্ত বিশ্বাসঘাতকতার রাজনীতি অনুশীলনের পরিণতিতে ২য় আন্তর্জাতিক তার নিজস্ব বিলোপন নিশ্চিত করে। জাতি সমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকারের এই রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ সহ বলশেভিক পার্টি হচ্ছে ২য় আন্তর্জাতিকের বাই-প্রোডাক্ট।

অতঃপর, দুনিয়ার শ্রমিকেরা কেবল বিভক্তই নয় বরং লেনিনবাদ সহ নানান মতাদর্শ, আজে-বাজে ধারণাদি দ্বারা আচ্ছন্ন। তাই, একজন শ্রমিক বাস্তব ক্ষেত্রে একজন শ্রমিক কিন্তু একটা উত্তম জীবন মানের জন্য তারা ব্যক্তি মালিকানার মোহ মুক্ত নয়, যদিচ, তাদের সকল দুর্দশা ও দুর্ভোগের কারণ -ব্যক্তিমালিকানা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং, এক জন শ্রমিকের এমন স্ব-বিরোধী অবস্থা কেবলমাত্র ক্ষতিকরই নয় বরং স্বয়ংঘাতি তদান্তর পুঁজিপতি শ্রেণীর জন্য সহায়ক।

পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবা ও পুঁজিতন্ত্রী সমাজকে রক্ষার জন্য পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক সৃজিত সকল বিষাক্ত ও ক্ষতিকর ধারণা, মতাদর্শ ইত্যাদি যা শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী স্বার্থকে বর্জন এবং শ্রেণী পরিচিতিকে অস্বীকার করার যাবতীয় চক্রান্ত মোকাবেলা করতে এবং এসবের পরিত্যাগকরণে বিজ্ঞান অনুশীলণের মাধ্যমে দুনিয়ার শ্রমিকদের ঐক্য অর্জনে প্রকৃত সত্য জানতে, পরিস্থিতির বাস্তব বিবরণ দ্বারা ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া করতে একটি কমিউনিস্ট পার্টির অভাব এক জন শ্রমিকের অনুরূপ স্ববিরোধী আচরণের মূল কারণ।

নিঃসন্দেহে, ঐক্য হচ্ছে শক্তি, ঐক্য হচ্ছে আস্থা,ঐক্য হচ্ছে সাহস, ঐক্য হচ্ছে ক্ষমতা, এবং তদানুযায়ী ঐক্য কেবলমাত্র কার্যকরীই নয় বরং বিজয়ের জন্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চালিকা শক্তি।

অতঃপর, প্রকৃত ঘটনাবলী জানার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর শক্তির উৎস ও ভান্ডার, তদানুযায়ী, বিজয়ীর সাহস নিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর লক্ষ্য হাসিলে দুনিয়ার শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধতার অপরাজেয় শক্তিতে স্বয়ংবিশ্বস্থতা ও স্বয়ং দৃঢ়তা অর্জনে একতাবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর সর্বাধিক শক্তি সম্পর্কে অবহিতকরণে একটি পার্টি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। সুতরাং, পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক সৃষ্ট ও বিস্তৃত সকল মতাদর্শ, ধারণা, ধর্মীয় মতবাদ ইত্যাদি পরিত্যাগ ও পরিত্যাক্ত করে বিজ্ঞান জানতে, বিজ্ঞান বুঝতে, এবং বিজ্ঞানকে গ্রাহ্য করে বিজ্ঞান অনুশীলণের মাধ্যমে একটি স্বয়ং সচেতন ও স্বয়ং আস্থাশীল শ্রেণী হিসেবে বেঁচে থেকে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীকে পরাজিত করতে শ্রমিক শ্রেণীর সর্বোত্তম ভরশা হচ্ছে একটি কমিউনিস্ট পার্টি।

কিন্তু, লেনিনবাদী পার্টিগুলো তাদের মূলগত কারণে শ্রমিক শ্রেণীর জন্য কাজ করার আস্থাশীল পার্টি নয়। কারণ, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক তার অস্তিত্ব হারিয়েছে আর বলশেভিক পার্টি স্থান নিয়েছে ইতিহাসের যাদুঘরে। উপরন্ত, লেনিনবাদী রাজনীতির সীমাবদ্ধতার কারণে লেনিনবাদী দগুলো সীমিত বলে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের

মাধ্যমে কমিউনিজম লাভে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে ঐক্যবদ্ধকরণের কোনো সুযোগ এবং ক্ষমতা নাই কোনো লেনিনবাদী পার্টির।

অতঃপর, লেনিনবাদী পার্টিগুলো শ্রমিক শ্রেণীর আস্থার উৎস অথবা দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একতাবদ্ধ করার হাতিয়ার নয়। বরং লেনিননবাদী পার্টিগুলো দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে বিভ্রান্ত ও বিভক্তকরণে কাজ করছে। তাই, লেনিননবাদী পার্টিগুলো শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে কাজ করছে।

সুতরাং, কোনো লেনিননবাদী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি নয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:- এমনকি লেনিননবাদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিয়ে তবে লেনিননবাদের সাথে বিরোধপূর্ণ বিবৃতি দ্বারা স্বয়ং-বিরোধী ঘোষণা সহ বিশ্ব পরিসরে কাজ করছে কিছু লেনিননবাদী পার্টি। বস্তুত, জাতি সমূহকে মুক্তকরণে জাতি সমূহের স্বয়ং-নিয়ন্ত্রণের এবং রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের জন্য রাষ্ট্র দখলে কথিত নানান ধরণের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনীতি- লেনিননবাদী রাজনীতির সীমাবদ্ধতা দ্বারা লেনিননবাদী পার্টিগুলোর কোনো সুযোগ নাই একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য বৈশ্বিকভাবে কাজ করার। সুতরাং, লেনিননবাদের শর্তাধীনে লেনিননবাদী পার্টিগুলো বৈশ্বিক পার্টি নয় অথবা কোনো বৈশ্বিক পার্টি প্রকৃতভাবে লেনিননবাদী পার্টি নয়।

---